সোনামণি প্রতিভা

একটি সৃজনশীল শিশু-কিশোর পত্রিকা

৭৪তম সংখ্যা

নভেম্বর-ডিসেম্বর ২০২৫

♦ **উপদেষ্টা সম্পাদক**
ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব
ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম

♦ **সম্পাদক**
রবীউল ইসলাম

♦ **নির্বাহী সম্পাদক**
নাজমুন নাঈম

♦ **ব্যবস্থাপনা সম্পাদক**
মাহফূয আলী

সার্বিক যোগাযোগ

সম্পাদক, সোনামণি প্রতিভা
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা)
নওদাপাড়া (আমচত্বর), পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
সম্পাদক : ০১৭৫৩-৯৭৬৭৮৭
নির্বাহী সম্পাদক : ০১৭৬৭-৪৫০৩৪৯
সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৭০৯-৭৯৬৪২৪ (বিকাশ)
সোনামণি কেন্দ্রীয় অফিস : ০১৭১৫-৭১৫১৪৩
Email : sonamoni23bd@gmail.com
Facebook page : sonamoni protiva

মূল্য : ২০ (বিশ) টাকা মাত্র

সোনামণি (একটি আদর্শ জাতীয় শিশু-কিশোর সংগঠন) কর্তৃক প্রকাশিত ও হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী হতে মুদ্রিত।

সূচিপত্র

- **সম্পাদকীয়**
- **আল্লাহই আমাদের সৃষ্টিকর্তা** ০২
- **কুরআনের আলো** ০৩
- **হাদীছের আলো** ০৪
- **প্রবন্ধ**
  - কুড়িয়ে পাওয়া ০৫
  - সোনামণি ছাহাবীদের গল্প ০৮
- **হাদীছের গল্প**
  - রাসূলুল্লাহ (ছা.) আমাদের জন্য সতর্ককারী ১৩
- **কবিতাগুচ্ছ** ১৪
- **গল্পে জাগে প্রতিভা**
  - আগুনের শাস্তি ১৫
  - বোকার বুদ্ধি ১৬
- **সাময়িক প্রসঙ্গ** ১৭
- **বহুমুখী জ্ঞানের আসর** ১৮
- **ইতিহাসের পাতা**
  - মায়ের স্বপ্ন ১৯
- **রহস্যময় পৃথিবী**
  - পেন্সিলের ইতিহাস ২১
- **সোনামণি সংলাপ** ২৩
- **ভাষা শিক্ষা** ২৯
- **স্বাস্থ্য কথা** ৩১
- **সংগঠন পরিক্রমা** ৩৩
- **আত্মীয়-স্বজনের আদব** ৩৯

আল্লাহই আমাদের সৃষ্টিকর্তা

আমরা সবাই এই পৃথিবীতে বসবাস করি। আমাদের চারপাশে রয়েছে আকাশ, বাতাস, সূর্য, চন্দ্র, নদী-নালা, পাহাড়-পর্বত, গাছপালা ও নানা রকম প্রাণী। এই সবকিছু দেখলে আমাদের মনে একটি প্রশ্ন জাগে– এগুলো কে সৃষ্টি করেছেন?

এই প্রশ্নের সহজ ও সঠিক উত্তর হল, আল্লাহ তা'আলা। আল্লাহই আমাদের এবং সমগ্র পৃথিবীর একমাত্র সৃষ্টিকর্তা। আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহই সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা *(যুমার ৩৯/৬২)*।

প্রিয় সোনামণিরা! কোনো কিছু কি নিজে নিজে সৃষ্টি হতে পারে? একটু চিন্তা করে বল তো?

এই দুনিয়ায় আমরা যা কিছু দেখি, সব কিছুরই একজন নির্মাতা থাকে। যেমন- একটি বাড়ি বানাতে মিস্ত্রি লাগে, একটি বই লিখতে লেখক লাগে, একটি গাড়ি বানাতে কারখানা ও ইঞ্জিনিয়ার লাগে। তাহলে এতো বড় পৃথিবী, মানুষ, পশুপাখি, আকাশ ও নক্ষত্র কি নিজে নিজে তৈরী হয়ে গেছে?

না, এটা কখনোই সম্ভব নয়। নিশ্চয়ই একজন মহান স্রষ্টা আছেন, যিনি এসব সৃষ্টি করেছেন। তিনি হলেন আমাদের রব আল্লাহ। তিনি সবকিছু দেখেন এবং সবকিছু শোনেন। আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু শোনেন ও দেখেন' *(নিসা ৪/৫৮)*।

প্রিয় সোনামণিরা! এবার নিজেদের দিকে তাকাও। আমরা চোখ দিয়ে দেখি, কান দিয়ে শুনি, মুখ দিয়ে কথা বলি, আর আমাদের হৃদয় ধকধক করে চলে। বলত, এগুলো কার নির্দেশে হচ্ছে? কে আমাদের এতো সুন্দর ও নিখুঁতভাবে সৃষ্টি করেছেন?

একজন মহাজ্ঞানী ও ক্ষমতাবান স্রষ্টা ছাড়া এমন নিখুঁত সৃষ্টি করা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। বিজ্ঞানীরাও বলেন, এই মহাবিশ্বের একটি শুরু আছে। আর যার শুরু আছে, তার একজন শুরু কর্তা অবশ্যই থাকে। আল্লাহই হলেন সেই শুরু কর্তা। তিনি সময়, স্থান ও সবকিছুর আগেই ছিলেন এবং তিনি চিরকাল থাকবেন।

তাই প্রিয় সোনামণি বন্ধুরা! যে আল্লাহ আমাদের সৃষ্টি করেছেন তাঁকে ভালোবাসা, তাঁকে যথাযথ সম্মান করা, তাঁর সামনে মাথা নত করা এবং তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে চলা আমাদের অবশ্যই কর্তব্য।

ছাহাবীদের মর্যাদা

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ- وَالَّذِيْنَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ- تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللهِ وَرِضْوَانًا- سِيْمَاهُمْ فِيْ وُجُوْهِهِمْ مِّنْ أَثَرِ السُّجُوْدِ- ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِيْ التَّوْرَاةِ- وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيْلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوْقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ- وَعَدَ اللهُ الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيْمًا-

'মুহাম্মাদ আল্লাহ্র রাসূল। আর যারা তার সাথী, তারা অবিশ্বাসীদের প্রতি কঠোর ও নিজেদের মধ্যে রহমদিল। তুমি তাদেরকে দেখবে আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় রুকূকারী ও সিজদাকারী। তাদের চেহারাসমূহে সিজদার চিহ্ন থাকবে। তাদের এরূপই নমুনা বর্ণিত হয়েছে তওরাতে ও ইনজীলে। তাদের দৃষ্টান্ত একটি চারা গাছের ন্যায়। প্রথমে যার কলি বের হয়। অতঃপর তা শক্ত হয় ও পুষ্ট হয়। অতঃপর তা নিজ কাণ্ডে সোজা হয়ে দাঁড়ায়। যা কৃষককে আনন্দিত করে। যাতে আল্লাহ তাদের দ্বারা কাফেরদের অন্তর্জ্বালা সৃষ্টি করেন। তাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎকর্মসমূহ সম্পাদন করে, তাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা ও মহা পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন' *(ফাৎহ ৪৮/২৯)*।

অত্র আয়াতে আল্লাহ মুহাম্মাদ (ছা.)-এর ছাহাবীদের গুণাবলী বর্ণনা করেছেন। প্রত্যেক নবীর সঙ্গী-সাথী ছিলেন। তারা নবীর কথা ও কাজ পরিপূর্ণভাবে বিশ্বাস করতেন এবং দ্বীন প্রতিষ্ঠায় তাঁকে সাহায্য করতেন। যেমন ঈসা (আ.)-এর সাথী ছিলেন হাওয়ারীগণ। তেমন আমাদের রাসূল (ছা.)-এর সাথী ছিলেন ছাহাবীগণ। তারা এই উম্মতের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। তারা আমাদের জন্য অনুসরণীয়।

ছাহাবীদের জীবনের সকল কাজ-কর্ম ছিল আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য। তারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্য রুকূ-সিজদাসহ যাবতীয় ইবাদত করতেন। তারা একজন অপরজনের প্রতি দয়ালু ও সহানুভূতিশীল ছিলেন। অন্যদিকে কাফের-মুশরিক ও ইসলামের শত্রুদের প্রতি ছিলেন কঠোর।

আয়াতে তাদের তুলনা দেওয়া হয়েছে কৃষকের পরম যত্নে বেড়ে ওঠা গাছের সাথে। ফুলে-ফলে সুসজ্জিত বৃক্ষ দেখে কৃষক যেমন আনন্দিত হয়, ঈমান-আমলে বলিয়ান ছাহাবায়ে কেরামের প্রতি আল্লাহও তেমনি সন্তুষ্ট হন।

ছাহাবীদের মর্যাদা

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لَا تَسُبُّوْا أَصْحَابِيْ؛ فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا، مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ، وَلَا نَصِيْفَهُ-

আবু সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (ছা.) বলেছেন, 'তোমরা আমার ছাহাবীদেরকে গালমন্দ করো না। তোমাদের কেউ যদি ওহোদ পাহাড় সমান স্বর্ণ আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় কর, তবে তা তাদের এক মুদ বা অর্ধ মুদ-এর সমপরিমাণ হবে না' *(বুখারী হা/৩৬৭৩)*।

যারা রাসূলুল্লাহ (ছা.)-কে দেখেছেন ও তার উপর ঈমান এনেছেন তাদেরকে ছাহাবী বলা হয়। ছাহাবীগণের ঈমান ছিল বিশুদ্ধ ও মযবূত। ঈমানের জন্য তারা অনেক কষ্ট সহ্য করেছেন। অনেক ছাহাবীকে মক্কার কাফেররা নির্যাতন করত আর বলত, মুহাম্মাদের দ্বীন ছেড়ে দাও, তাহলে মুক্তি পাবে। অবশেষে তারা মক্কার বাড়ি-ঘর, পরিবার ছেড়ে মদীনায় হিজরত করেছেন। অনেকে কাফেরদের হাতে জীবন দিয়েছেন, তবুও ঈমান ত্যাগ করেননি। আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রা.) বলেছেন, 'তাদের অন্তরে ঈমান পাহাড়ের চেয়ে দৃঢ় ছিল' *(মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক, হা/২০৬৭১)*।

ছাহাবীগণ ইসলাম সম্পর্কে সবচেয়ে ভালো জানতেন ও আমল করতেন। তারা সরাসরি রাসূলুল্লাহ (ছা.)-এর উপর ওহি নাযিল হতে দেখেছেন। রাসূলের সাথে সময় কাটিয়েছেন। তার কাছ থেকে ইলম শিক্ষা করেছেন, এমনকি তার সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। ফলে তাদের ঈমান আমাদের ঈমানের চেয়ে অধিক মযবূত ছিল। ইসলামের জন্য তাদের ত্যাগ ইতিহাসে অতুলনীয়।

তাদের ঈমান, আমল ও আত্মত্যাগের মাধ্যমে আল্লাহ ইসলামকে পূর্ণতা দান করেন। তাদের মযবূত ঈমানের তুলনায় আমাদের ঈমান ও আমল নগণ্য। তাই রাসূল (ছা.) তাঁর ছাহাবীদের গালি দিতে নিষেধ করেছেন। বরং তারা সকলে ঈমানদার, ন্যায়পরায়ণ ও চরিত্রবান ছিলেন এটি বিশ্বাস করা ঈমানের অন্তর্ভুক্ত।

কুড়িয়ে পাওয়া

ছিবগাতুল্লাহ
সভাপতি, যুবসংঘ মারকায এলাকা, রাজশাহী।

আর তিনদিন পরেই সোনামণিদের শিক্ষা সফর অনুষ্ঠিত হবে। ছাব্বীরের মনে তখন আনন্দের বন্যা! বড় ভাইদের মুখে কক্সবাজারের গল্প অনেক শুনেছে, মোবাইলে ছবিও দেখেছে, কিন্তু এবার সে নিজ চোখে দেখবে। ইচ্ছেমতো সাগরে গোসল করবে, সরিষার তেলে ভাজা ইলিশ খাবে। আরও কত কী পরিকল্পনা! এই ভাবনাই তাকে কল্পনার স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল।

দোকান থেকে সোজা আশরাফ স্যারের রুমে এসে দেখে, তার বন্ধু রাহাতও নাম লিখিয়েছে। আনন্দ যেন দ্বিগুণ হয়ে গেল। প্রিয় জায়গায় প্রিয় বন্ধুর সঙ্গে ঘুরতে যাবে। কিন্তু নাম, শ্রেণী ও পিতার মোবাইল নম্বর দেওয়ার সময় হঠাৎ তার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। বজ্রপাতের শব্দে ছোট বাচ্চা যেভাবে চমকে ওঠে, ছাব্বীর ঠিক তেমনই কেঁপে উঠল। চারদিকে নিস্তব্ধতা; সবাই শুধু তার দিকে তাকিয়ে আছে। ছাব্বীর কোনো কথা না বলে দৌড়ে নিজের রুমে চলে গেল। কিছুক্ষণ বিছানা-চাঁদর, টেবিল-চেয়ার এলোমেলো করে কী যেন খুঁজল। তারপর চাঁদর মুড়ি দিয়ে চুপচাপ শুয়ে পড়ল।

কারো সাথে কথা বলছে না। রাত গভীর হচ্ছে, কিন্তু তার চোখে ঘুম নাই। কীভাবে বাসায় জানাবে? বড় ভাইকে কী বলবে? স্যারকে কী বলবে? এসব ভাবতে ভাবতে তার শরীর ঘামে ভিজে যাচ্ছে। কারণ? তুমি নিশ্চয়ই কিছুটা আন্দাজ করতে পেরেছ। ছাব্বীর বিকাশের দোকান থেকে টাকা নিয়ে আসার সময় কখন তার পকেট থেকে দশ হাযার টাকা পড়ে গেছে। কিন্তু সে বুঝতেই পারেনি। স্যারের কাছে টাকা জমা দেওয়ার জন্য পকেটে হাত দিতেই দেখে পকেট ফাঁকা।

পরের দিন ভীষণ মন খারাপ করে বাইরে হাঁটছিল। মুখ দেখে বোঝাই যাচ্ছে সে ভেতর থেকে ভেঙে পড়েছে। চোখে পানি আসার উপক্রম। হঠাৎ সে লক্ষ্য করল, একটি দোকানে বড় কাগজে লেখা, কিছু টাকা পাওয়া

গেছে। কারো হারিয়ে থাকলে উপযুক্ত প্রমাণ দিয়ে নিয়ে যাবেন। ছাব্বীরের চোখে-মুখে আনন্দ চমকে উঠল। সে তার হারানো রত্ন ফিরে পেল।

ঘটনা হল, আগের দিন বিস্কুট কিনতে যাওয়ার সময় তার পকেট থেকে টাকাগুলো পড়ে গিয়েছিল। কাওছার নামে এক ভদ্রলোক দোকানের সামনে টাকাগুলো পেয়েছিলেন। তিনি দোকানদারকে বিষয়টি জানিয়ে কাগজে লিখে নোটিশ বোর্ডের মতো টাঙিয়ে দেন, যাতে টাকাগুলো আসল মালিককে ফেরত দেওয়া যায়।

যাই হোক পরেরদিন এতোগুলো হারানো টাকা ফেরত পেয়ে ছাব্বীরের অনুভূতি আশা করি তোমরা বুঝতেই পারছ। সে অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করার মতো উপযুক্ত শব্দ আমার জানা নেই।

আচ্ছা তোমাদের কি এমন কখনো হয়েছে যে, টাকা হারিয়ে যাওয়ার পরে আবার খুঁজে পেয়েছ। একটু স্মরণ করে দেখতো। কিংবা ছাব্বীরের জায়গায় নিজেকে কল্পনা করে দেখ তো। কেমন অনুভূতি হচ্ছে? আমারও কিন্তু এমন অভিজ্ঞতা আছে। টাকাগুলো খুঁজে না পেয়ে আমারতো ভীষণ মন খারাপ। হঠাৎ যখন আব্দুর রহমান বলল, তোমার টাকাগুলো আমি পেয়েছি। সাথে সাথে তার প্রতি আমার যে দো'আ আর ভালোবাসার উদয় হয়েছিল তা বর্ণনা করা সম্ভব নয়।

এভাবে চলতে ফিরতে মাঝে মধ্যে আমরা অনেক কিছুই হারিয়ে ফেলি। আবার কোন সময় অনেক কিছু কুড়িয়েও পাই। আমাদের হারানো বস্তুগুলো যেমন আবার ফিরে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করি। ঠিক তেমনি অন্যরাও তাদের হারানো বস্তু ফিরে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করে। সেটার জন্য প্রচুর মন খারাপ করে। তাই যে কোন জিনিস কুড়িয়ে পেলে তা ফেরত দিতে হবে। যেমন, মাদ্রাসা বা স্কুলে অনেকে ভুল করে বই রেখে যায়। কারো কলম বা টাকা পকেট থেকে পড়ে যায়। যারা মাদ্রাসার হোস্টেল বা ছাত্রাবাসে থাকে, তাদের অনেকে ভুল করে গোসলখানায় সাবান, ব্রাশ, ঘড়ি, বালতি, মগ ইত্যাদি রেখে আসে। আর তোমাদের মধ্যেই কেউ কেউ সেগুলো পেয়ে থাকো। তাহলে তোমাদের দায়িত্ব হল তা গোপন না রাখা। বরং বুদ্ধি করে সেগুলোর আসল মালিককে খোঁজার চেষ্টা করবে। এতে সবাই তোমাকে ভালোবাসবে এবং তুমি সত্যিকারের একজন ভালো মানুষ হিসাবে পরিচিত হবে।

পক্ষান্তরে যারা কোন জিনিস কুড়িয়ে পেলে গোপন করে রাখে, কাউকে না জানিয়ে নিজে ব্যবহার করে, তারা বদ স্বভাবের লোক। তাদের কেউ ভালোবাসে না। এমন আচরণ করা মানে রাসূলের আদেশের বিরুদ্ধচারণ করা। কেননা রাসূল (ছা.) কুড়িয়ে পাওয়া বস্তুর ব্যাপারে আমাদের যে নির্দেশনা দিয়েছেন তা হল-

কুড়িয়ে পাওয়া বস্তুর মালিককে এক বছর খোঁজ করতে হবে। মালিক না পাওয়া গেলে হিসাব রেখে তা ব্যবহার করা যাবে। অতঃপর কখনো মালিক পাওয়া গেলে সেটি বা সমমূল্যের বস্তু তাকে ফেরত দিবে *(বুখারী হা/৯১)*।

তাহলে কি বুঝলে? তোমার মাদ্রাসা বা স্কুলে যদি কিছু কুড়িয়ে পাও, তাহলে একটু চেষ্টা করলেই আসল মালিককে পেয়ে যাবে। ধর, তুমি একটা মানিব্যাগ পেলে। তুমি একটা কাগজে লিখে নোটিশ বোর্ডে লাগিয়ে দিবে। যদি সেটা দেখে কেউ বলে, আমার মানিব্যাগ হারিয়ে গেছে, তাহলে তার কাছে মানিব্যাগের রং কী? ভিতরে কী কী ছিল? এসব জানতে চাইবে। যদি সে সব ঠিকঠাক বলতে পারে তাহলে সেই আসল মালিক। তাকে তার মানিব্যাগ ফিরিয়ে দিবে।

আর যদি রাস্তা-ঘাটে সামান্য কিছু টাকা পাও, তাহলেও আশে পাশে মালিককে খোঁজার চেষ্টা করবে। যদি মনে হয় এতো অল্প টাকা খোঁজার কোন সম্ভাবনা নেই, তাহলে তার মালিকের পক্ষ থেকে ফকীর-মিসকীনকে দান করে দিবে। আর যদি কোন মূল্যবান বস্তু পেয়ে থাকো তাহলে তার ব্যাপকভাবে প্রচার করতে হবে। বড় ভাই কিংবা শিক্ষককে অবহিত করতে হবে। এভাবে এক বছরেও যদি মালিককে না পাওয়া যায় তাহলে তা ভোগ করা যাবে। কিন্তু এর পরেও যদি আসল মালিক পাওয়া যায়, তাহলে তাকে ফেরত দিতে হবে। এক্ষেত্রে সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ হলো এক বছরেও মালিককে না পেলে তা মালিকের নামে দান করে দেওয়া। তাহলেই তুমি আল্লাহর নিকট একজন সৎ ও দায়িত্বশীল মুসলিম হিসাবে বিবেচিত হবে। আল্লাহ তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হবেন। আর আল্লাহ যদি কারো উপর সন্তুষ্টি থাকেন তাহলে তার দুনিয়া ও আখেরাত উভয়ই কল্যাণকর হয়। আল্লাহ আমাদের সবাইকে আমানতদার, সৎ ও দায়িত্বশীল মুসলিম হওয়ার তাওফীক দান করুন-আমীন!

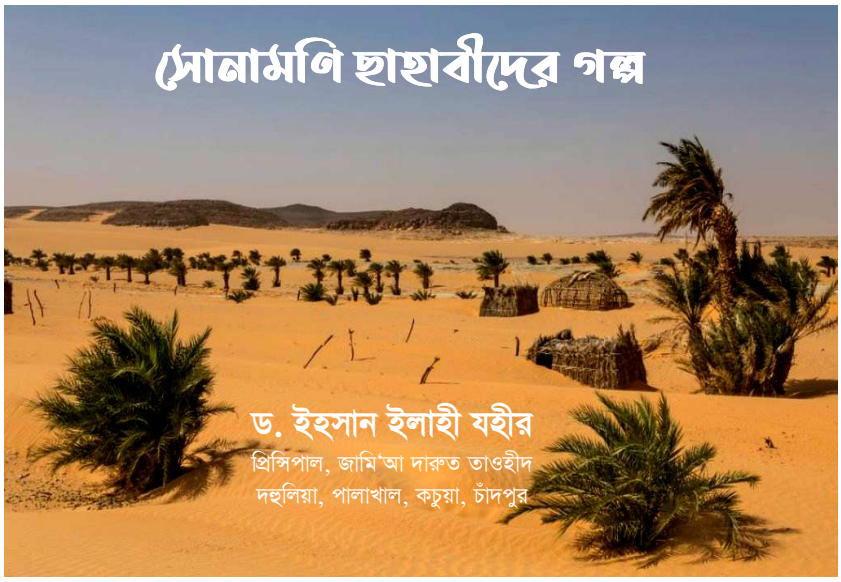

ভূমিকা : ইসলামের ইতিহাসে শৈশব থেকে যারা পিতা-মাতার সাথে ঈমানী পরিবেশ পেয়েছেন, তারা বাল্যকাল থেকেই ইসলামী আদব-আখলাক, নীতি-নৈতিকতা, বীরত্ব-সাহসিকতা, ত্যাগ-তিতিক্ষার অনুপম নযীর স্থাপন করেছেন। আজ আমরা রাসূল (ছা.)-এর অসংখ্য ছাহাবী থেকে বিশেষ কয়েকজন সোনামণি ছাহাবীর কথা বর্ণনা করব, যারা শৈশবে রাসূলুল্লাহ (ছা.)-এর সাহচর্যে গড়ে উঠেছিলেন।

সোনামণি ছাহাবী কারা? যারা শৈশবকালে রাসূলুল্লাহ (ছা.)-এর হাতে ইসলাম কবুল করেছেন এবং নবী করীম (ছা.)-এর জীবদ্দশায় যারা শিশু-কিশোর বা অল্প বয়সী ছিলেন, তারাই সোনামণি ছাহাবী হিসাবে পরিচিত।

আলী (রা.)-এর বীরত্ব : সোনামণিদের মধ্যে প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন আলী (রা.)। তিনি রাসূল (ছা.)-এর চাচাতো ভাই। সেকারণ শৈশবে অনেক সময় তিনি রাসূল (ছা.)-এর সাহচর্যে ছিলেন। তিনি খোলাফায়ে রাশেদীনের চতুর্থ খলীফা ও অন্যতম একনিষ্ঠ ছাহাবী ছিলেন। খায়বার যুদ্ধের সময় রাসূল (ছা.) বললেন, 'এই পতাকা আমি এমন একজন ব্যক্তির হাতে অর্পণ করব, আল্লাহ যার হাতে আগামীকাল খায়বার দূর্গ বিজয় দান করবেন। যিনি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসেন।

ভোর হতেই ছাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ (ছা.)-এর নিকট এসে উপস্থিত হলেন। তাঁরা প্রত্যেকেই মনে মনে এ আকাঙ্ক্ষা করছিলেন যে, প্রধান সেনাপতির পতাকা তাকেই প্রদান করা হবে। কিন্তু নবী (ছা.) জিজ্ঞাসা করলেন, আলী কোথায়? ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! তার চোখে অসুখ হয়েছে। তিনি বললেন, তাকে ডেকে আনার জন্য কাউকে পাঠাও। অতঃপর আলী (রা.)-কে আনা হল। তখন রাসূলুল্লাহ (ছা.) তার দু'চোখে থুথু লাগিয়ে দিলেন। তাতে তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলেন, যেন তার চোখে কোনরূপ রোগই ছিল না। অতঃপর রাসূল (ছা.) পতাকা তার হাতেই প্রদান করলেন। পতাকা হাতে নিয়ে আলী (রা.) বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! শত্রুদের বিরুদ্ধে আমি ততক্ষণ লড়াই করব, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা আমাদের মতো মুসলিম না হবে। নবী (ছা.) বললেন, তুমি ধীরে-সুস্থে চল, এমনকি যখন তুমি তাদের অঞ্চলে পৌঁছবে, তখন সর্বপ্রথম তাদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান করবে এবং ইসলামের মধ্যে আল্লাহ্র তাওহীদ সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত করবে। কেননা 'আল্লাহ্র শপথ! তোমার দ্বারা যদি একজন লোককেও আল্লাহ হেদায়াত দান করেন, তবে তা তোমার জন্য লাল রঙের উট কুরবানী অপেক্ষাও অধিকতর উত্তম হবে' *(বুখারী হা/২৯৪২)*। এই হল রাসূলের সাহচর্যে ঈমানী চেতনায় গড়ে উঠা সোনামণি হযরত আলী (রা.)। তাঁদের ঈমানী দৃঢ়তার কারণে বহু মানুষ ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় পেয়েছিলেন।

আম্মার বিন ইয়াসির (রা.)-এর ধৈর্য : ইসলামী অগ্রযাত্রার শুরুর দিকে আম্মার (রা.) মক্কায় তার পিতা ইয়াসির ও মাতা সুমাইয়া (রা.)-এর সাথে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন। কাফেরদের সীমাহীন যুলুম নির্যাতন সহ্য করে ঈমানের উপর দৃঢ় ছিলেন। মক্কার মুশরিকরা তাদেরকে বেঁধে পিটাতো এবং বলতো, তোমরা মুহাম্মাদের দ্বীন থেকে ফিরে এসো। কিন্তু তারা বিচলিত হননি, বরং প্রবল ধৈর্যধারণ করেছেন। ইয়াসির পরিবার বন্ধু বেলালের মতো বলতেন, أَحَدٌ أَحَدٌ 'আল্লাহ এক, আল্লাহ এক'। এভাবেই আম্মার ধীরে ধীরে বড় হতে লাগলেন অসীম ত্যাগ ও পরীক্ষার মাধ্যমে। ফলে তিনি ইসলামের জন্য বীরপুরুষ হয়ে আবির্ভূত হলেন। আল্লাহ্র দ্বীনের জন্য কোন নিন্দুকের নিন্দাবাদকে পরোয়া করতেন না।

আনাস বিন মালেক (রা.)-এর নবীপ্রেম : ছোট্ট ছোট্ট ছাহাবীগণ রাসূল (ছা.)-কে নিজের পিতা-মাতার চাইতেও অধিক ভালোবাসতেন। আনাস (রা.)-এর পিতা-মাতা শৈশবকালে তাকে রাসূল (ছা.)-এর নিকটে নিয়ে এসে বলেন, 'হে আল্লাহ্র রাসূল (ছা.)! এ হল আনাস, সে আপনার খেদমত করবে। রাসূল (ছা.) সর্বোচ্চ ভালোবাসা উজাড় করে দিয়ে তাকে স্নেহ করতেন। নবী (ছা.) আনাসকে সক্ষমতার বাইরে কোন কাজ দিতেন না। আর আনাসও তাঁকে প্রাণাধিক ভালোবাসতেন এবং রাসূল (ছা.)-এর নির্দেশনা সাধ্যমতো বাস্তবায়ন করতেন। কখনো ভুলে গেলে কিংবা দেরী করলে তিনি আনাস (রা.)-এর উপর ক্ষিপ্ত হতেন না। আনাস (রা.) বলেন, 'আমি ১০ বছর রাসূল (ছা.)-এর খিদমত করেছি। তিনি কখনো আমার প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করে 'উহ' শব্দটিও উচ্চারণ করেননি। তিনি আমার কোন কাজে কখনো নাখোশ হয়ে বলেননি যে, তুমি এটা কেন করলে? অথবা কোন কাজ না করলে তিনি বলেননি যে, তুমি এটা কেন করলে না?

হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছা.) সবচাইতে উত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। একদিন তিনি আমাকে একটি কাজের নির্দেশ দিলেন। তখন আমি বললাম, আল্লাহ্র কসম! আমি যাব না। অথচ আমার অন্তরে ছিল : যে কাজে আমাকে নবী (ছা.) আদেশ দিয়েছেন, সে কাজে আমি অবশ্যই যাব। অতঃপর আমি বের হয়ে ছেলেদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। তারা বাজারে খেলা করছিল। হঠাৎ করে রাসূলুল্লাহ (ছা.) পিছন দিয়ে এসে আমার ঘাড়ের পিছনে হাত রাখলেন। আমি তাঁর দিকে তাকালে তিনি আদর করে জিজ্ঞেস করলেন, 'হে উনায়েস! তুমি কি সেখানে গিয়েছিলে, যেখানে তোমাকে যাওয়ার আদেশ দিয়েছিলাম? আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! হ্যাঁ, আমি এক্ষুণি যাচ্ছি' *(মুসলিম হা/২৩১০)*।

আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.)-এর প্রজ্ঞা : যেসমস্ত সৌভাগ্যবান ছাহাবী শৈশবকালে ইলমে নববী অর্জনে ধন্য হয়েছিলেন, তাদের মধ্যে রাসূল (ছা.)-এর চাচাতো ভাই তরুণ ছাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.) অন্যতম। রাসূল (ছা.) তার জন্য বিশেষভাবে দো'আ করে বলেছিলেন, اللّٰهُمَّ فَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ وَعَلِّمْهُ التَّأْوِيْلَ. 'হে আল্লাহ তুমি তাকে দ্বীনের বুঝ দান কর

এবং এর যথার্থ ব্যাখ্যা শিক্ষা দাও' *(আহমাদ হা/২৩৯৭)*। সেকারণে ইবনু মাসঊদ (রা.) বলেন, نِعْمَ تُرْجُمَانُ الْقُرْآنِ ابْنُ عَبَّاسٍ 'ইবনু আব্বাস কুরআনের কতই না সুন্দর ব্যাখ্যা দাতা!' *(হাকেম হা/৬২৯১)*।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন, একদিন ওমর (রা.) জ্যেষ্ঠ বদরী ছাহাবীদের মজলিসে আমাকে ডেকে বসালেন। এতে অনেকে সংকোচ বোধ করেন। প্রবীণতম ছাহাবী আব্দুর রহমান ইবনু 'আওফ (রা.) বলেন, 'আপনি তাকে জিজ্ঞেস করবেন? অথচ তার বয়সের ছেলেরা আমাদের ঘরে রয়েছে'। ওমর (রা.) বললেন, সত্বর জানতে পারবেন'। অতঃপর তিনি সবাইকে সূরা নাছরের তাৎপর্য জিজ্ঞেস করলেন। তখন সকলে প্রায় একই জওয়াব দিলেন যে, 'এর মাধ্যমে আল্লাহ তাঁর নবীকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, যখন বিজয় লাভ হবে, তখন যেন তিনি তওবা-ইস্তেগফার করেন'। এবার তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন। আমি বললাম, 'এই সূরার মাধ্যমে আল্লাহ তাঁর রাসূলের মৃত্যু ঘনিয়ে আসার খবর দিয়েছেন'। অতঃপর বললাম, 'যখন এসে গেছে আল্লাহ্র সাহায্য ও বিজয়' 'এটাতে আপনার মৃত্যুর আলামত এসে গেছে'। 'এক্ষণে তুমি তোমার প্রভুর প্রশংসাসহ পবিত্রতা বর্ণনা কর ও তওবা-ইস্তেগফার কর'।

এই ব্যাখ্যা শোনার পর ওমর (রা.) বললেন, 'আপনারা আমাকে এই ছেলের ব্যাপারে তিরষ্কার করছিলেন? আল্লাহ্র কসম! হে ইবনু আব্বাস! তুমি যা বলেছ, এর বাইরে আমি এর অর্থ অন্য কিছুই জানিনা' *(বুখারী হা/৩৬২৭)*। অথচ রাসূল (ছা.)-এর মৃত্যুর সময় তার বয়স ছিল মাত্র **১৩** বছর।

আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রা.)-এর আনুগত্য : ছোট ছাহাবী আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রা.) রাসূল (ছা.)-কে প্রাণাধিক ভালোবাসতেন। তাঁর সুন্নাত ও সীরাতের যথাযথ হেফাযত করতেন। তিনি রাসূল (ছা.)-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করতেন। যেমন নাফে' বলেন, 'আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রা.) রাসূলুল্লাহ (ছা.)-কে ভালোবেসে তাঁর পদচিহ্ন অনুকরণ করতেন। রাসূল (ছা.) যেসব অবতরণস্থলে নামতেন, তিনিও সেখানে নামতেন। একদা রাসূল (ছা.) একটি বাবলা গাছের নীচে নেমেছিলেন। আর ইবনু ওমর (রা.) পানি এনে ঐ বাবলা গাছে দিতেন। যেন গাছটি শুকিয়ে না যায়' *(ছহীহ ইবনু হিব্বান*

হা/৭০৭৪)। রাসূল (ছা.) যেখানে ছালাত আদায় করতেন, তিনিও সেখানে ছালাত পড়তেন। আর এই কাজগুলো তিনি রাসূল (ছা.)-কে ভালোবেসে সুন্নাত অনুসরণের জন্য করেছিলেন। বিশেষ কোন নিয়ত বা বরকত লাভের উদ্দেশ্যে নয়।

সোনামণিরা কিভাবে তেজোদীপ্ত ঈমানদার হবে? এ বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন পিতা-মাতা। তাদেরকে নিম্নোক্ত কয়েকটি বিষয়ের প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করতে হবে। যেমন (১) সন্তান গর্ভে আসার পূর্বে এবং পরপরই অধিক পরিমাণে আল্লাহ্র নিকট কল্যাণ প্রার্থনা করতে হবে। (২) সন্তান দুনিয়ায় আসার পর তাহনীক করানো। সুন্নাত মোতাবেক সপ্তম দিনে মাথা মুণ্ডন করা এবং চুলের ওযন বরাবর রূপা বা তার মূল্য ছাদাক্বা করা। সপ্তম দিনে আক্বীকা দেওয়া ও আরবী-ইসলামী অর্থবহ নাম রাখা। (৩) প্রথম দুই বছর সন্তান শুধুমাত্র যিকর ও কুরআন তেলাওয়াত ব্যতীত অন্য কোন কিছু যেন তার কানে না যায়, সে বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি রাখা। (৪) তাকে নিয়মিত শারঈ রুক্বিইয়াহ করা এবং তার নিকট ছোট ছোট সূরাগুলি বারংবার পাঠ করা। (৫) বাড়ি ছবি-মূর্তি হতে সম্পূর্ণ পবিত্র রাখা। (৬) কথা এবং হাঁটা শিখার সাথে সাথে তাকে সুন্নাত মোতাবেক আদব, আখলাক, পানাহার, উঠা-বসা, পেশাব-পায়খানা, পোশাক পরিধান ইত্যাদি বিষয় ধীরে ধীরে শিক্ষা দেওয়া এবং অভ্যস্ত করানো। (৭) শিক্ষার সূচনা ও শৈশবকালে থেকেই সন্তানকে বাধ্যতামূলকভাবে উন্নত চরিত্র গঠন ও বিশুদ্ধ দ্বীনী শিক্ষা প্রদান করা। (৮) সর্বোপরি মহান আল্লাহ্র নিকট কায়মনোবাক্যে নিয়মিত দো'আ করা এবং তেজোদীপ্ত ঈমানদার হওয়ার জন্য সন্তানের জন্য ইলাহী তাওফীক লাভের প্রার্থনা করা।

উপসংহার : আজকের সোনামণি আগামীর ভবিষ্যৎ। আমরা যদি রাসূল (ছা.)-এর ন্যায় সোনামণিদেরকে সর্বোচ্চ নার্সিং করতে পারি, তবে তার ভবিষ্যৎ আলোকিত হবে। তার মাধ্যমে ইসলাম শক্তিশালী হবে। এভাবে সে পর্যায়ক্রমে সোনামণি ছাহাবীদের ন্যায় তেজোদীপ্ত ঈমানদার হিসাবে গড়ে উঠবে। এমন আদর্শবান সোনামণিই ভবিষ্যতে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও দেশ সকল ক্ষেত্রে আদর্শের নমুনা হবে ইনশাআল্লাহ। মহান আল্লাহ আমাদের বাচ্চাদেরকে আদর্শ সোনামণি হিসাবে কবুল করুন- আমীন!

রাসূল (ছা.) আমাদের জন্য সতর্ককারী

মাহফূয আলী
কেন্দীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি

আমরা সবাই নবী মুহাম্মাদ (ছা.)-এর উম্মত। তাঁর আনুগত্য করা ঈমানের দাবী। তাঁর আনুগত্য করা মানে আল্লাহ্র নির্দেশ মানা। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'রাসূল তোমাদের যা দেন তা গ্রহণ কর এবং যা থেকে নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক' *(হাশর ৫৯/৭)*। এই আয়াতের আলোকে নিম্নের হাদীছে নবী (ছা.)-এর নির্দেশ মানার অপরিহার্যতা এক চিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে।

আবু মূসা (রা.) হতে বর্ণিত, নবী (ছা.) বলেছেন, 'আমার ও আমাকে আল্লাহ যা কিছু দিয়ে পাঠিয়েছেন তার উদাহরণ হল এমন যে, এক লোক তার ক্বওমের নিকট এসে বলল, হে আমার ক্বওম! আমি নিজ চোখে সেনাবাহিনীকে দেখে এসেছি। আমি সুস্পষ্ট সতর্ককারী। কাজেই তোমরা আত্মরক্ষার চেষ্টা কর। ক্বওমের কিছু লোক তার কথা বিশ্বাস করে রাতের অন্ধকারে তারা সে জায়গা ছেড়ে চলে গেল এবং একটি নিরাপদ জায়গায় গিয়ে পৌঁছল। ফলে তারা রক্ষা পেল। আর একদল লোক তার কথা মিথ্যা মনে করল। তারা নিজেদের জায়গাতেই রয়ে গেল। সকাল বেলায় শত্রুবাহিনী আক্রমণ চালিয়ে তাদেরকে ধ্বংস করে দিল এবং তাড়িয়ে দিল। এই হল তাদের উদাহরণ, যারা আমার আনুগত্য করে এবং আমি যা নিয়ে এসেছি তার অনুসরণ করে। আর যারা আমার কথা অমান্য করে তাদের দৃষ্টান্ত হল আমি যে সত্য নিয়ে এসেছি তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে' *(বুখারী হা/৭২৮৩)*।

শিক্ষা :

১. রাসূল (ছা.)-এর কথা মানলে দুনিয়া-আখিরাতে নিরাপত্তা লাভ করা যায়।
২. সতর্কবাণী অমান্য করলে ক্ষতি ও ধ্বংস হয়ে যায়।
৩. সত্য গ্রহণ করাই সফলতার একমাত্র পথ।

কবিতা গুচ্ছ

পাপের ক্ষমা

ফাতেমা তাবাসসুম, ১০ম শ্রেণী
নওদাপাড়া মারকায, রাজশাহী

রজনীর এই শেষ প্রহরে
কিসের আবার ঘুম!
উঠে দেখ, পড়েছে এখন
দো'আ কবুলের ধুম।

নেমে এসে আরশ থেকে
ডাকেন যখন প্রভু,
তখন কি তাঁর সাড়া না দিয়ে
ঘুমিয়ে থাকো কভু?

মুনাজাতে হাত উঠালে
কান্না যখন আসে,
আমলনামায় ঠিক তখনই
গুনাহ যায় মুছে।

বলেন যখন প্রভু আমার
লাগবে কারো ক্ষমা?
চাইব কেমনে পাপের ক্ষমা
পাপের নাই তো সীমা।

কী বলিব রবের কাছে
চাওয়ার তো শেষ নাই।
তবুও আমি অধম বান্দা,
তাঁরই রহমত চাই।

ছুটির রঙিন দিন

মাহফূয আলী
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি

ডিসেম্বরের কোমল শীতে
দিন অল্প ক্ষণে,
পরীক্ষা শেষ, ছুটি এলো
আনন্দ লাগে মনে।

বইয়ের বোঝা নামিয়ে ফেলে
হালকা হাসি হাসি,
এই ছুটিতে মামার বাড়ি
ক'দিন ঘুরে আসি।

মামার বাড়ির খেজুর গাছে
ঝুলে রসের হাড়ি,
খেজুর রসের মিষ্টি স্বাদ
আমি কী ভুলতে পারি!

খেজুর রসের গরম পিঠা
মজা করে খাব,
বিকেল হলে মামার সাথে
মাঠে ঘুরতে যাব।

সময়মতো পড়বো ছালাত,
ইবাদতে হবো লীন
এমন করেই পার হবে
ছুটির রঙিন দিন।

ছুটি শেষে নতুন স্বপ্ন,
নতুন নতুন বই
ফিরে এসে খুঁজবো তখন
বন্ধু আছে কই।

আগুনের শাস্তি

মূল : মুহসিন জব্বার
অনুবাদ : নাজমুন নাঈম, কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক

একদিন এক কাফের ইমাম শাফেঈ (রহ.)-এর কাছে এসে একটা কঠিন প্রশ্ন করল। সে বলল, শয়তান তো আগুন থেকে তৈরী, তাই না? তাহলে আল্লাহ তাকে আগুন দিয়ে কীভাবে শাস্তি দেবেন? এক আগুনকে আরেক আগুন কি কষ্ট দিতে পারে?

ইমাম শাফেঈ (রহ.) কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন। তারপর একটি শুকনো মাটির ঢিলা নিয়ে লোকটার দিকে ছুঁড়ে মারলেন। লোকটা ব্যথায় কঁকিয়ে উঠল। বলল, আপনি আমাকে মারলেন কেন?

ইমাম শাফেঈ (রহ.) হেসে জিজ্ঞেস করলেন, ব্যথা পেয়েছ?

লোকটা বলল, হ্যাঁ, ব্যথা পেয়েছি।

ইমাম শাফেঈ (রহ.) বললেন, তুমি তো মাটির তৈরী! তাহলে মাটির ঢিলায় ব্যথা পেলে কেন?

তখন লোকটা খুব লজ্জা পেল। আর বুঝতে পারল, যেমন মাটি থেকে তৈরী মানুষ মাটিতেও ব্যথা পায়, তেমনি আগুনের তৈরী শয়তানকেও আল্লাহ আগুন দিয়ে শাস্তি দিতে পারেন।

শিক্ষা : *আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন, তাই বাস্তবায়ন করেন। যেমন পানি ছাড়া প্রাণী বাঁচে না, আবার পানিতে ডুবে মানুষ মারা যায়। তেমনি আগুনের তৈরী শয়তানকে আল্লাহ আগুন দ্বারা শাস্তি দিতে পারেন। মুমিন হিসাবে আমাদের উচিত অযথা তর্ক না করে এর উপর বিশ্বাস করা।*

বোকার বুদ্ধি

মূল : মুহসিন জব্বার
অনুবাদ : নাজমুন নাঈম, কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক

একটি ছোট ছেলে সেলুনে ঢুকল। ছেলেটিকে দেখিয়ে নাপিত সেখানে বসে থাকা এক গ্রাহকের কানে কানে বলল, 'এই ছেলেটা প্রতিদিন আমার সেলুনে আসে। সে দুনিয়ার সবচেয়ে বোকা ছেলেদের একজন। দেখুন, আমি এখনই প্রমাণ করে দিচ্ছি!

নাপিত তার এক হাতে একটি একশ টাকার নোট অন্য হাতে একটি বিশ টাকার নোট নিয়ে ছেলেটির দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। ছেলেটি বিশ টাকার নোটটি নিয়ে সেখান থেকে চলে গেল।

নাপিত তার কথার সত্যতা প্রমাণ করতে পেরে হেসে হেসে বলল, বলেছিলাম না, এই ছেলেটা অনেক বোকা! আমি প্রতিদিন তাকে এভাবে পরীক্ষা করি। আর সে প্রতিদিনই একই কাজ করে।

গ্রাহক দোকান থেকে বের হয়ে কিছুদূর যেতেই ছেলেটিকে এক আইসক্রিম দোকানের সামনে পেল। সে কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করল, তুমি প্রতিদিন বিশ টাকা নাও কেন? একশ টাকা কেন নাও না?

ছেলেটি হাসি দিয়ে বলল, আমার বিশ টাকার বেশি প্রয়োজন নেই। আর যে দিন আমি একশ টাকা নিব, তারপর থেকে উনি আর কখনো আমাকে টাকা দিবেন না।

শিক্ষা : *অনেক সময় আমরা ভাবি কিছু মানুষ কম বুদ্ধিমান। কিন্তু সত্য হল, আমরা নিজেরাই তাদের বুদ্ধিটা বুঝতে পারি না। তাই কাউকে কখনো বোকা মনে করে ছোট কর না, অবহেলা কর না।*

সামান্য অবহেলায় সাজিদের মৃত্যু

সানজিদা খাতুন
আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

রাজশাহী যেলার তানোর উপযেলার ছোট্ট শিশু সাজিদ। বয়স প্রায় ২ বছর। বিকালে মায়ের সাথে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ রাস্তার মধ্যে একটি গর্তে পড়ে যায়। গর্তটি মূলত একটি গভীর নলকূপ ছিল, যা এখন আর ব্যবহৃত হয় না। গভীর অন্ধকার নলকূপে পড়ে সে মা মা করে চিৎকার করে কাঁদতে থাকে। অসহায় মা-ও কান্নায় ভেঙে পড়ে। আশপাশের লোকজন ছুটে এসে তাকে তোলার চেষ্টা করে। কিন্তু এতো গভীর গর্ত থেকে তারা তাকে তুলতে পারেন নি। পরে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা আসে এবং ক্যামেরার মাধ্যমে পাইপের মধ্যে শিশুটিকে দেখতে পায়। পরে আল্লাহ্‌র রহমতে প্রায় ৪০ ফুট গর্ত করে ৩২ ঘণ্টা পর সাজিদকে উদ্ধার করা হয়। কিন্তু ততক্ষণে ফুটন্ত গোলাপের ন্যায় এক ছোট্ট সোনামণি মায়ের কোল থেকে পরপারে পাড়ি জমায়। সামান্য অবহেলায় শেষ হয় তার সংক্ষিপ্ত জীবন।

শিশু সাজিদের মৃত্যুর মতো এমন ঘটনা দেশে আগেও অনেক বার ঘটেছে। কিন্তু আমরা তাতে সচেতন হইনি। তাই আবার ঘটলো এমন ঘটনা। এখন থেকে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে রাস্তা, বাড়ি বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আশেপাশে এমন গর্ত যেন খোলা না থাকে। আর যেন কোন শিশু এমন দুর্ঘটনায় প্রাণ না হারায়। এছাড়া রাস্তায় ইট-পাটকেল, ডাল-পালা, ময়লা-আবর্জনা, পলিথিন, কলার খোসা ইত্যাদি পড়ে থাকলে তাতে মানুষ কষ্ট পায়। এগুলো সরিয়ে ফেলা আমাদের ঈমানী দায়িত্ব। একটু সচেতনতাই পারে এমন দুর্ঘটনা থেকে বাঁচাতে। আল্লাহ আমাদেরকে যাবতীয় দুর্ঘটনা থেকে হেফযত করুন-আমীন!

বহুমুখী জ্ঞানের আসর

❖ **আল-কুরআন** (সূরা যোহা)

১. যোহা শব্দের অর্থ কী?
উত্তর : পূর্বাহ্ন।

২. সূরা যোহা কুরআনের কততম সূরা?
উত্তর : ৯৩ তম।

৩. সূরা যোহা-এর আয়াত কতটি?
উত্তর : ১১টি।

৪. সূরা যোহা-এর কতটি শব্দ ও বর্ণ আছে?
উত্তর : ৪০টি শব্দ ও ১৬৪টি বর্ণ।

৫. সূরা যোহা কোন সূরার পরে এবং কোথায় অবতীর্ণ হয়েছে?
উত্তর : সূরা ফজর-এর পরে মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে।

৬. সূরা যোহা-তে কতবার শপথ করা হয়েছে?
উত্তর : ২বার।

৭. সূরা যোহা-তে মহান আল্লাহ মুহাম্মাদ (ছা.)-কে কয়টি অবস্থায় পাওয়ার কথা বর্ণনা করা হয়েছে?
উত্তর : ৩টি অবস্থা। যথা : (১) ইয়াতীমরূপে (২) পথ সম্পর্কে অনবহিত এবং (৩) নিঃস্বরূপে।

৮. আল্লাহ তা'আলা কাদের প্রতি কঠোরতা করতে নিষেধ করেছেন?
উত্তর : ইয়াতীমদের প্রতি।

৯. আল্লাহ তা'আলা কাদের ধমকাতে নিষেধ করেছেন?
উত্তর : সাহায্যপ্রার্থীদের।

১০. আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদ (ছা.)-কে কি বর্ণনা করতে আদেশ করেছেন?
উত্তর : আল্লাহ্র অনুগ্রহের কথা।

মায়ের স্বপ্ন

সোনামণি প্রতিভা ডেস্ক

প্রতিটি পিতা-মাতা তার ছোট্ট শিশুকে নিয়ে নানা রকম স্বপ্ন দেখে। সময়ের সাথে সাথে সেই স্বপ্নের ছোঁয়া লাগে শিশুর মনে, কথায় ও কর্মে। তাই আদরের সোনামণিদের নিয়ে আমাদের স্বপ্ন বড় করতে হবে। তাদেরকেও সেই স্বপ্ন অর্জনে উৎসাহিত করতে হবে। যেমন করেছিলেন খ্যাতিমান লেখক মুহিউদ্দীন খানের মা। মুহিউদ্দীন খান তার 'জীবনের খেলাঘরে' বইয়ে নিচের ঘটনাটি লিখেছেন।

শিশুকালের কথা যতটুকু মনে আছে, আম্মার স্নেহ-মমতা এবং উৎসাহ-উদ্দীপনাই ছিল আমার জীবন গঠনের পথে প্রেরণার প্রধান উৎস। আমাকে মাদ্রাসায় ভর্তি করার কয়েকদিন পর আমার এক দূর সম্পর্কের ফুফু এসেছিলেন আমাদের বাড়ীতে। এই ফুফুদের আর্থিক অবস্থা ছিল বেশ সচ্ছল! রীতিমত বর্ধিষ্ণু শিক্ষিত পরিবার ছিল তাঁদের। ছেলেরা স্কুল-কলেজে পড়তো, চাকরী-বাকরী করতো। ফুফু পান খেতে খেতে আক্ষেপের সুরে বললেন, বৌ! তুমি বাধা দিতে পারলে না? তোমার একটি মাত্র ছেলে, ও মাদ্রাসায় পড়লে চাকরী পাবে কই? গরীবের সন্তান, কি করে খাবে?

আম্মা ফুফুর কথা শুনে বিরক্ত হলেন। বিশেষত আমার উপস্থিতিতে এ ধরনের আলোচনাটা আম্মার বিবেচনায় ছিল খুবই আপত্তিকর। কিন্তু বয়স্কা একজন মুরুব্বীর মুখের উপর সে বিরক্তির কথাটা প্রকাশ করা যায় না। তাই নিজেকে বেশ সংবরণ করে শুধু বললেন, 'বুবু! **অন্যের চাকরী করবে, এই নিয়তে আমি ছেলে পেটে ধরিনি! আমার ছেলে আল্লাহর চাকরী করবে আর তার চাকরী করবে গণ্ডায় গণ্ডায় মানুষ!** আপনি দো'আ করবেন; আপনার ভাইপোকে যেন আল্লাহপাক সেভাবেই গড়ে তোলেন'।

আম্মার জবাব শুনে ফুফু ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। কারণ তাঁর দুই ছেলে তখন ময়মনসিংহ শহরে চাকরী করতো। ফুফু শুধু বললেন, বৌ! চাকরীটাকে তুমি ছোট করে দেখলে? তোমার ছেলে চাকরী করবে না তো কি লাট বাহাদুর হবে? আম্মা মুখের উপর জবাব দিলেন, না, আমার স্বপ্ন তার চাইতেও বড়।

আমার এই ফুফু ষাটের দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। যখনই দেখা হতো জিজ্ঞেস করতেন, কিরে খোকা, তুই কি চাকরী করস? তোর মা যে খুব বড়াই করতো! আমি বিনয়ের সাথে জবাব দিতাম, মরহুমা আম্মার স্বপ্ন বাস্তবায়িত করার মত যোগ্যতা আমি অর্জন করতে পারিনি, তবে দো'আ করবেন ফুফু, যেন আম্মার কথামত আল্লাহর চাকরী করার যোগ্যতা অর্জন করতে পারি।

শিক্ষা :

১. *সোনামণিদের ছোটবেলা থেকেই আল্লাহ ও পরকালমুখী করে গড়ে তুলতে হবে। রিযিকের ব্যবস্থা আল্লাহ করবেন। তিনিই আমাদের জন্য যথেষ্ট।*

২. *ছোটদের সামনে কেউ মিথ্যা, প্রতারণামূলক বা তার সৎ লক্ষ্যকে ছোট করে এমন কথা বললে সাধ্যমতো তার প্রতিবাদ করতে হবে।*

৩. *মানুষ অনেকে অনেক কথা বলে। তাই অন্যের কথায় কান না দিয়ে নিজের কাজ করে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।*

পেন্সিলের ইতিহাস

ফায়ছাল আহমাদ, পরিচালক, সোনামণি
নওদাপাড়া মারকায, রাজশাহী।

বহু দিন আগের কথা। যখন খাতা, কলম ও পেন্সিল পৃথিবীতে ছিল না, মানুষ কাঠের টুকরো আর কালো কয়লা বা পাথর দিয়ে লিখত। তখন পেন্সিল আবিষ্কার হয় ১৬শ শতাব্দীতে।

ইংল্যান্ডের এক ছোট্ট গ্রাম। পাহাড় আর জঙ্গলে ঘেরা। গ্রামের এক রাখাল ছেলে প্রতিদিন পাহাড়ের পাশে মাঠে গরু চরাতে যেত। একদিন হঠাৎ তার চোখে পড়ল একটা অদ্ভুত কালো পাথর। পাথরটা ছিল চকচকে ও অনেক শক্ত। সে পাথরটা হাতে নিয়ে মাটিতে দাগ টানল। আশ্চর্য মাটিতে কালো দাগ পড়ে গেল। ছেলেটি অবাক হয়ে দেখল যে পাথরটা দিয়ে সে নিজের নাম লিখতে পারছে। তখন থেকেই শুরু হল এক বিস্ময়কর লেখনীর পথচলা। যেটাকে আজ আমরা বলি পেন্সিল। পরে বড় বড় বিজ্ঞানীরা এসে সেই কালো বস্তু পরীক্ষা করে দেখল, এটা এক প্রকার খনিজ পদার্থ। তারা এর নাম দিল 'গ্রাফাইট'। তখনও কেউ জানত না, একদিন এই 'গ্রাফাইট' হবে পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষের লেখার মাধ্যম।

কয়েক বছর পর ইতালির এক বিজ্ঞানী কনরাড গেসনার দেখলেন, এই 'গ্রাফাইট' হাতে ধরে লেখা যায় ঠিকই, কিন্তু হাত ময়লা হয়ে যায়। ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। তিনি এই সমস্যা সমাধানের চিন্তা করলেন। অতঃপর ১৫৬০ সালের দিকে ইতালীয় সিমোনো এবং লিন্ডিয়ানা বারনাকোত্তি প্রথম কাঠের মধ্যে 'গ্রাফাইট' ঢুকিয়ে পেন্সিল তৈরী করেন। কাঠের টুকরো চিকন করে কেটে তার মধ্যে সরু 'গ্রাফাইট' বসিয় দিলেন। তারপর সেটি বন্ধ করে দিলেন আঠা দিয়। এভাবেই তৈরী হল পৃথিবীর প্রথম পেন্সিল। কাঠের ভেতরে লুকিয়ে রইল কালো রেখার জাদু।

দেখতে দেখতে পুরো ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ল পেন্সিলের খবর। কিন্তু একদিন দেখা গেল, 'গ্রাফাইট' ফুরিয়ে যাচ্ছে। মানুষ চিন্তায় পড়ে গেল, এখন পেন্সিল বানাবে কী দিয়ে? তখন ফ্রান্সের এক বিজ্ঞানী নিকোলাস কঁতে বুদ্ধি খাটালেন। তিনি 'গ্রাফাইট' গুঁড়া করে তাতে মাটি মিশিয়ে নতুন এক মিশ্রণ তৈরী করলেন। এভাবেই তৈরী হল আধুনিক পেন্সিল, যেটা আজও আমরা ব্যবহার করি। কিন্তু সেগুলো আমাদের পেন্সিলের মতো ছোট সুন্দর ছিল না।

আমরা যে আধুনিক পেন্সিল ব্যবহার করি তার আবার নানা রূপ রয়েছে। এগুলো সময়ের সাথে সাথে আরো সুন্দর ও আকর্ষণীয় হচ্ছে। চল এ সম্পর্কে আমরা আরো কিছু তথ্য জানি।

প্রথম কারখানা : জার্মানির এক শহরে তৈরী হল প্রথম পেন্সিল কারখানা 'ফাইবার ক্যাসেল'। তারা এত সুন্দর পেন্সিল বানাল যে, সারা পৃথিবীর মানুষ সেটা ব্যবহার করতে লাগল।

রাবার লাগানো পেন্সিল : কিছুদিন পর যখন রাবার আবিষ্কার হল, এক বুদ্ধিমান লোক পেন্সিলের পিছনে রাবার যুক্ত করে দিলেন। একই পেন্সিলের একদিকে লেখা যায়, অন্যদিকে মুছে ফেলা যায়।

শার্পনার ও মেকানিক্যাল পেন্সিল : প্রথম যুগের পেন্সিলগুলো গ্রাফাইট অল্প পরিমাণে থাকত। একবার শেষ হয়ে গেলে আর ব্যবহার করা যেত না। এরপর আসল পেন্সিল কাটার বা শার্পনার। তখন পুরো পেন্সিল জুড়ে গ্রাফাইট দেওয়া শুরু হল। পরে আবিষ্কার হল মেকানিক্যাল পেন্সিল, যেটাতে লিড বদলানো যায় আর কাটার দরকার নেই।

বাংলাদেশে পেন্সিল আসে ইংরেজ শাসনামলে। তখন শিশু শিক্ষার্থীরা প্রথমবারের মতো পেন্সিল দিয়ে অক্ষর লিখতে শুরু করে। পেন্সিল তখন শুধু লেখার যন্ত্র ছিল না, ছিল স্বপ্নের শুরু। একজন বয়স্ক শিক্ষক একবার তার ছাত্রদের বলেছিলেন, পেন্সিলের মতো হও। কেননা পেন্সিলের মধ্যে অনেক শিক্ষণীয় রয়েছে। যেমন, পেন্সিলের ভিতরের গ্রাফাইটই আসল উপাদান, বাইরের রং নয়। তেমনি মানুষের আচার-আচরণ ও যোগ্যতাই বড় বিষয়, চেহারা বা গায়ের রং নয়। পেন্সিল ব্যবহার করতে করতে ছোট হয়ে যায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে তার কাজ করে যায়। তেমনি আমাদেরকেও আমাদের কাজ করে যেতে হবে। ছোট-বড় ভাবার দরকার নেই।

আজও যখন কোনো শিশু কাগজে প্রথম অক্ষর লেখে বা শিল্পী আঁকে, সব জায়গায় থাকে সেই 'গ্রাফাইটের নরম কালো ছোঁয়া। হয়তো একদিন ডিজিটাল পেন সব জায়গা দখল করে নেবে, তবুও পেন্সিলের নরম রেখা মানুষ ভুলবে না। কারণ, পেন্সিল আমাদের শেখায় ভুল করলেও আবার শুধরে নেওয়া যায়। যেভাবে জীবনে ভুলের পর আবার সঠিক পথে ফিরে আসা যায়।

শান্তি ও ন্যায়ের পথ ইসলামী খেলাফত

নাজমুন নাঈম
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

চরিত্রসমূহ :

১. কাসেম মোল্লা : ধুরন্ধর, প্রতিশ্রুতির পাহাড় দেয়
২. হাশেম ঢালী : পয়সাওয়ালা, ভোট কিনতে চায়
৩. আব্দুর রশীদ মাস্টার : সৎ ও নীতিবান মানুষ
৪. ইমাম ছাহেব : মসজিদের ইমাম, ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিনিধি
৫. মোকছেদ পাগলা : রাজনীতি বোঝেন না, হাস্যরসের উৎস
৬. সালেক : কাসেম মোল্লার লোক
৭. রফীক : একটু বেশি জানার ভান করে।
৮. শফীক মোল্লা : সম্ভ্রান্ত ও সচেতন নাগরিক।
৯. গ্রামবাসীরা : দলভুক্ত শ্রোতা ও সহঅভিনেতা।

দৃশ্য : ১

কাসেম আলী মোল্লা ও তার লোকজন মিছির করতে করতে মঞ্চে প্রবেশ করবে। 'কাসেম ভাইয়ের চরিত্র, ফুলের চেয়েও পবিত্র' 'কাসেম ভাইয়ের মার্কা, কমলা মার্কা'...। সবাইকে থামিয়ে কাসেম মোল্লা বক্তব্য প্রদান করবে, ভাইসব! আমি আপনাদের চেয়ারম্যান কাসেম মোল্লা। এবারের নির্বাচনে আমার মার্কা কমলা। আপনারা সবাই আমাকে ভোট দিয়ে বিজয়ী করবেন। আমি আপনাদের গ্রামের রাস্তা সোনা দিয়ে মুড়িয়ে দিব। আপনাদের চলাচলের আর কোন অসুবিধা থাকবে না।

তারা মঞ্চ থেকে নামার পর হাশেম ঢালীর লোকজন মিছিল করতে করতে মঞ্চে প্রবেশ করবে। 'হাশেম ভাইয়ের চরিত্র, ফুলের চেয়েও পবিত্র' 'হাশেম ভাইয়ের মার্কা, আপেল মার্কা'...। হাশেম ঢালী তার বক্তব্যে বলবেন, ভাইসব! আমি আপনাদের গ্রামের সন্তান। এবারের নির্বাচনে আমার মার্কা আপেল। আপনারা সবাই আমাকে ভোট দিবেন। আমি প্রত্যেককে একটি করে ফ্রিজ উপহার দিব।

মোকছেদ পাগলা লাফাতে লাফাতে মঞ্চে উঠবে। বলবে, ভোট হবে আমাদের গ্রামে ভোট হবে। মোল্লা পাড়ার কাসেম মোল্লা আর ঢালী পাড়ার হাশেম আলী ভোটে দাঁড়াবে। একজন বলেছে ফ্রিজ দিবে, সোনার রাস্তা করে দিবে। আরেকজন তো যারে পাচ্ছে, তারেই ৫০০ টাকা দিচ্ছে। (টাকা দেখিয়ে) এই দেখেন, আমাকেও দিয়েছে।

রফীক মঞ্চে উঠবে। বলবে, এই তুই এখানে দাঁড়িয়ে একা একা কী লেকচার দিস?

মোকছেদ পাগলা : লেকচার আমি দিই না। লেকচার দিচ্ছে বাজারে। কাসেম মোল্লা। কী কইছে জানেন?

রফীক : কী কইছে?

মোকছেদ পাগলা : কইছে, সে ভোটে জিতলে গ্রামের রাস্তা সোনা দিয়ে মুড়ে দিবে। সোনা! সোনা চিনেন? সোনা হল বিয়েতে দেয়। মেয়েরা পরে হার, আংটি, কানের দুল...

রফীক (একটু ধমক দিয়ে) : থাম! সোনার দাম জানিস? ওর বাড়ি কি সোনার গাছ আছে নাকি রাস্তা সোনা দিয়ে করে দিবে! আরে শোন! ভোটের আগে এসব বলতে হয়। ভোটের পরে আর খোঁজ থাকে না। বুঝলি?

মোকছেদ পাগলা : আর কী কইছে জানেন? কইছে সবাইরে একখান করে ফ্রিজ দিবে। আমি তো ভাবছি ভোটখান তারেই দিব।

রফীক : এ, আইছে ফ্রিজ দিবে। গ্রামে বিদ্যুৎ নাই। ফ্রিজ দিয়ে কি হবে! ফ্রিজ চলবে কি দিয়ে!

মোকছেদ পাগলা : আসার সময় হাশেম আলী ভাইয়ের সাথে দেখা। উনিও কইলো, কারেন্ট ছাড়া নাকি ফ্রিজ চলব না। তাই আমি কইছি সোনা দিয়া রাস্তা কইরা দিতে পারলে হেই লোকে কয়ডা তার লাগায়ে কারেন্ট দিতে পারব না! কারেন্টও দিব।

রফীক : হাশেম মিয়া তোমাকে কিছু দিতে চাইল না! হেইও তো ভোটে দাঁড়াইছে।

মোকছেদ পাগলা : দিতে চাইল মানে একবারে হাতে ধরায় দিল কচকচে একখান পাঁচশ টাকা।

রফীক : তাহলে তুই ভোট কারে দিবি?

মোকছেদ পাগলা : আমি দুজনকেই ভোট দিব। একজনের থেকে টাকা আরেকজনের থেকে ফ্রিজ পাব। এরকম ভোট বারবার হলেই ভালা। অনেক কিছু পাওয়া যায়।

রফীক : দুজনকেই ভোট দিলে তো কারোরই কাজে আসবে না।

মোকছেদ পাগলা : তাইলে কি করব? আপনিই কন। হাশেম মিয়ার টাকা খেয়ে তারে ভোট না দিলে বেইনছাফী হবে না! আর ফ্রিজ তো আমার লাগবেই!

রফীক : আচ্ছা তুই দুজনকেই ভোট দিস। এখন যা।

(মোকছেদ মঞ্চ থেকে বের হয়ে যাবে)

রফীক : ওরে চিনেন? মোকছেদ পাগলা। এমনিতে ছেলে ভালো। কিন্তু বুদ্ধি একটু কম। দেখলেনই তো অবস্থা।

(দর্শকদের উদ্দেশ্যে) আপনারাই কন, ভোট কি বাজারে বিক্রির জিনিস? যে যেমনে পারে ভোট কিনতাছে। কেউ নগদে কেউ বাকীতে। ভোটের পর কি আর কিছু দিব? দিব না, দিব না। ঐ কাসেম মোল্লা আগেও একবার গ্রামের মোড়ল হয়েছিল। সেবারও বড় বড় কথা কইছিল। কই দিছে কিছু? দেয় নাই তো। হাশেম আলী এখন ৫০০ টাকা দিতাছে। ভোটের পরে আর দিবে? দিবে না। তখন কার্ডের চাল, ডাল সব নিজের আড়তে ঢুকাবে। (বড় শ্বাস ফেলে) সবাই কত কিছু দিতে চায়। কিন্তু ন্যায়বিচারের কথা, নীতি-নৈতিকতার কথা, ইনছাফের কথা, শান্তির কথা কেউ কয় না।

হাতে লাঠিসোঠা নিয়ে চিৎকার-চেঁচামেচি করতে করতে কয়েকজন মঞ্চে প্রবেশ করবে (চল দেহি, কার এত ক্ষমতা আমাগো ভোট কিনতে চায়। আজ ওদের খবর আছে)।

রফীক : এই তোমরা লাঠিসোটা নিয়ে কই যাও? হইছে কী?

সালেক : আরে রফীক ভাই! হাশেম আলীর লোকজন যে গ্রামের মানুষকে টাকা দিয়ে ভোট কিনতে চাচ্ছে এটা কি ঠিক করছে? আমাদের পাড়ার লোককে পর্যন্ত টাকা দেচ্ছে। আজ ওদের খবর আছে।

রফীক : টাকা দিয়ে ভোট কিনে সে মোটেই ঠিক করেনি। কিন্তু তোমার কাসেম মোল্লাও মানুষকে ফ্রিজের লোভ দেখাচ্ছে। সেটা কি ঠিক হচ্ছে? যে যার মতো প্রচার কর। এসব নিয়ে মারামারি করে কি হবে! সবাই তো আমরা এক গ্রামেরই মানুষ। সকাল-বিকাল বাজারে গেলে দেখা হয়। ভোটের পরে খারাপ লাগবে।

সালেক : রাখেন আপনার নীতিকথা। আজ ওদের একদিন কী আমাদের একদিন।

(সবাই মঞ্চ থেকে নেমে যাবে। রফীক ওদের উল্টা দিক দিয়ে নামবে)

দৃশ্য-২

আব্দুর রশীদ মাস্টার মাঝখানে বসে আছেন। তার দু'পাশে অনেকেই বসে আছেন। তাদের মধ্যে আছেন রফীক মিয়া, ইমাম ছাহেব, মোকছেদ পাগলা, শফীক মোল্লা আরো গ্রামের লোকজন। আব্দুর রশীদ মাস্টারসহ গণ্যমান্য কয়েকজন চেয়ারে বসে আছেন। বাকীরা কেউ নিচে বসে কেউ দাঁড়িয়ে। তারা আব্দুর রশীদ মাস্টারের কাছে একটা আর্যী নিয়ে এসেছেন।

আব্দুর রশীদ মাস্টার : বলুন দেখি আপনাদের কী আর্যী?

শফীক মোল্লা : মাস্টার ছাহেব! ভোট ভোট করে গ্রামে কী চলছে তা তো আপনি জানেন সব। এসব মারামারি, ফাটাফাটি, অশান্তি আমাদের ভালো লাগছে না। কী করা যায়, তাই পরামর্শ করতে আপনার কাছে আসছি।

রফীক : বলছিলাম, মাস্টার মশাই! আপনি গ্রামে সম্মানিত ও শিক্ষিত মানুষ। আপনার কথা সবাই শোনে।

আব্দুর রশীদ মাস্টার : এখন শুনবে না রফীক। ক্ষমতার লোভ বড় কঠিন লোভ। ভোটের এ খেলা নেশার মতো। একপক্ষ আরেকপক্ষকে হারিয়ে ক্ষমতা দখল করাই এদের লক্ষ্য! এসব বিচার আমি করতে পারব না।

শফীক মোল্লা : না। মাস্টার ছাহেব আমরা আপনাকে বিচার করতে বলছি না। বলছিলাম যে, এই হাশেম বলেন আর কাসেম বলেন এরা তো কেউ ভালো মানুষ না। গ্রামের লোক সবাই এদের চেনে। কিন্তু দিনশেষে এদেরকেই ভোট দিতে হয়। আর ভোটের পরে এরা জনগণের মাল-সম্পদ সব লুটে খায়। তাই যদি ভালো মানুষ কেউ ভোটে দাঁড়ায়, আমরা সবাই তাকে ভোট দিতাম আর কী!

আব্দুর রশীদ মাস্টার : শোনেন ভাইয়েরা! ভালো মানুষ কোন দিন এসব ভোটাভুটির মধ্যে যায় না। কারণ-

১. ভালো মানুষ কখনো ক্ষমতা চেয়ে নেয় না। মানুষের দ্বারে দ্বারে গিয়ে ভোট চায় না। কিন্তু এখানে আগে ভোটে দাঁড়াতে হয়। বলতে হয়, আমাকে নেতা বানান।

২. মানুষ যাকে ভোট দিয়ে নেতা বানায়, সে কখনো মানুষের কথার বাইরে যেতে পারে না। ফলে চাইলেও সব সময় ন্যায়বিচার করতে পারে না।

রফীক : আসলে মাস্টার ছাহেব আমরা বলছিলাম যে, দেশের নাগরিক হলে ধনী-গরীব, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সবাই তো নির্বাচন করতে পারে। আর আপনি মাস্টার মানুষ। শিক্ষিত। গ্রামের সবাই আপনারে সম্মান করে। তাই আপনি যদি দাঁড়াইতেন, আমরা সবাই আপনারে ভোট দিতাম। কী কন ভাইয়েরা?

উপস্থিত জনগণ সবাই তার কথায় সায় দিয়ে বলবে, হ্যাঁ, হ্যাঁ। আমরা সবাই আপনারে ভোট দিব।

আব্দুর রশীদ মাস্টার : ভাই জানেরা! আপনারা আমাকে ভালোবাসেন। সম্মান করেন। সবই আমি বুঝি। কিন্তু আপনাদের এই কথাটা আমি রাখতে পারব না।

মোকছেদ পাগলা : রফীক ভাই কইল, সবাই ভোটে দাঁড়াইতে পারে। আর মাস্টার মশাই যেহেতু দাঁড়াতে চান না তাহলে আমি দাঁড়াব। আপনারা সবাই আমারে ভোট দিয়েন।

শফীক মোল্লা : দেখ পাগলায় কয় কী! পাগলা বলে ভোটে দাঁড়াবে।

আব্দুর রশীদ মাস্টার : ও বোকা মানুষ। ওর আর দোষ কী! গণতন্ত্র এমনই। এখানে নেতা হতে কোন যোগ্যতা লাগে না। এজন্য ইসলাম এসব ভোটাভুটির অনুমোদন দেয় না। কী কন ইমাম ছাহেব?

ইমাম ছাহেব : শোনেন ভাইয়েরা! ইসলাম গণতন্ত্র সমর্থন করে না। কারণ এখানে অনেক কুফরী আক্বীদা আছে। প্রধানত দু'টি শিরকী আক্বীদা আছে।

১. জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস। আর ইসলামে আল্লাহ সকল ক্ষমতার মালিক।

২. গণতন্ত্রে অধিকাংশের রায় চূড়ান্ত। আর ইসলামে কুরআন-হাদীছের বিধানই চূড়ান্ত।

রফীক : তাহলে ইসলামে নেতা নির্বাচনের পদ্ধতি কী?

ইমাম ছাহেব : ইসলামে সৎ, যোগ্য ও তাক্বওয়াবান মানুষই নেতা হন। নেতা হন এমন মানুষ যিনি ক্ষমতা চান না। আর একদল যোগ্য মানুষ মিলে পরামর্শ করে নেতা তৈরী করেন। যাদের টাকা-পয়সা বা অন্য কিছুর লোভ দেখিয়ে কেনা যায় না। এখন আপনারা যদি সবাই মনে করেন, মাস্টার ছাহেব যোগ্য মানুষ। তিনি মোড়ল হলে সবাই খুশি তাহলে ভোটের কী দরকার! ভোট বন্ধ করে দেন। উনিই আজ থেকে গ্রামের মোড়ল।

রফীক্ব : কিন্তু হাশেম, কাসেম কি তা মানবে?

শফীক মোল্লা : মাস্টার মশাই রাযী হলে সবাই মানবে। না মানলে আমরা কথা বলে দেখব। এখন মাস্টার ছাহেব কী বলেন?

আব্দুর রশীদ মাস্টার : আপনারা সবাই যেহেতু চাচ্ছেন, তাহলে আর রাযী না হয়ে উপায় কী? তবে দুইটা কথা–

১. হাশেম, কাসেমকে ডেকে আগে কথা বলুন। আমি চাই সবাই মিলেমিশে আমরা বসবাস করব।

২. সবাইকে গ্রামের উন্নয়ন ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য আমাকে সহযোগিতা করতে হবে।

হাশেম, কাসেম মঞ্চে প্রবেশ করে বলবে, মাস্টার মশাই মোড়ল হইলে আমরাও রাযী।

আব্দুর রশীদ মাস্টার : চলেন, তাহলে সবাই শপথ করি। আমরা আর কোন দলাদলি করব না। একে-অপরের সহযোগিতায় সবাই ভাই ভাই হয়ে বাস করব। আল্লাহ তুমি আমাদের উপর শান্তি বর্ষণ কর- আমীন!

আরবী ভাষা

সারওয়ার মিছবাহ, শিক্ষক
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী

প্রিয় সোনামণিরা! বিগত পাঠে তোমরা বেশকিছু আদেশসূচক ও অধিক ব্যবহৃত বাক্যের গঠন দেখেছ। এই পাঠে তোমরা কিছু প্রবাদ শিখবে। এই প্রবাদগুলোকে তোমরা এভাবেই মুখস্থ করে নিবে এবং নিজেদের কথার মধ্যে ব্যবহার করবে ইনশাআল্লাহ।

সত্য তিতা	اَلْحَقُّ مُرٌّ
একতাই বল	اَلْاِتِّحَادُ قُوَّةٌ
লোভ অপমানের পথ খুলে দেয়	اَلْحِرْصُ مِفْتَاحُ الذُّلِّ
অল্পে তুষ্টি সুখ-শান্তির চাবি	اَلْقَنَاعَةُ مِفْتَاحُ الرَّاحَةِ
ধৈর্য হল মুক্তির চাবিকাঠি	اَلصَّبْرُ مِفْتَاحُ الْفَرَجِ
ভাল মানুষ ওয়াদা করলে তা পূরণ করেন	اَلْكَرِيْمُ إِذَا وَعَدَ وَفَى
প্রত্যেক নতুন জিনিস সুস্বাদু	كُلُّ جَدِيْدٍ لَذِيْذٌ
প্রতিটি শুরুই কঠিন	كُلُّ بِدَايَةٍ صَعْبَةٌ
প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তিরই ভুল হয়	لِكُلِّ عَالِمٍ هَفْوَةٌ
অনুগ্রহ মানুষের নিন্দাবাদ বন্ধ করে	اَلْإِحْسَانُ يَقْطَعُ اللِّسَانَ
দুনিয়া আখেরাতের ক্ষেতস্বরূপ	اَلدُّنْيَا مَزْرَعَةُ الْآخِرَةِ
জ্ঞানের বিপদ হল ভুলে যাওয়া	آفَةُ الْعِلْمِ النِّسْيَانُ
যে অন্যকে নিয়ে হাসে সে হাসির পাত্র হয়	مَنْ ضَحِكَ ضُحِكَ
মানুষ নিষিদ্ধ বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়	اَلْإِنْسَانُ حَرِيْصٌ فِيْمَا مُنِعَ
বন্ধুত্ব অর্থের চেয়ে উত্তম	اَلصَّدَاقَةُ خَيْرٌ مِنَ الْمَالِ
বই জীবনের সর্বোত্তম বন্ধু	اَلْكِتَابُ خَيْرُ جَلِيْسٍ فِي الْحَيَاةِ

ইংরেজী ভাষা

আব্দুল হাসীব
সহ-পরিচালক, সোনামণি রাজশাহী সদর

স্নেহের সোনামণিরা! বিগত পাঠে তোমরা ইংরেজী Letter তথা অক্ষর সম্পর্কে জেনেছো। আজকের এই পাঠে জানবে Word বা শব্দ সম্পর্কে। একের অধিক Letter বা বর্ণ মিলে Word গঠিত হয়। অর্থাৎ Letter + Letter = Word

উদাহরণ : Book এটি একটি ইংরেজি শব্দ। এখানে B (বি), o (ও), o (ও), k (কে) প্রত্যেকটি আলাদা আলাদা Letter বা বর্ণ। এই বর্ণগুলো একত্রে মিলে অর্থবোধক একটি শব্দ গঠন করেছে Book (বুক)। যার অর্থ 'বই'। কিন্তু যদি আমরা লিখি kooB, তবে এটি ইংরেজী বর্ণমালা লেখা হলেও শব্দ নয়, কারণ এর কোনো অর্থ নেই। একটি Word হতে হলে তার অবশ্যই অর্থ থাকতে হয়।

কিছু গুরুত্বপূর্ণ শব্দাবলী :

Education- শিক্ষা, Read- পড়া, Learn- শেখা, Write- লেখা, Teacher- শিক্ষক, Student- ছাত্র/ছাত্রী, School- বিদ্যালয়, College- মহাবিদ্যালয়, University- বিশ্ববিদ্যালয়, Class- শ্রেণী, Subject- বিষয়, Lesson- পাঠ, Chapter- অধ্যায়, Syllabus- পাঠ্যক্রম, Question- প্রশ্ন, Answer- উত্তর, Exam- পরীক্ষা, Result- ফলাফল

Word নিয়ে কিছু মজার তথ্য :

★ English-এর সব চেয়ে ছোট Word : I (আমি) এবং A (একটি)

★ English-এর সবচেয়ে বড় Word :
Penumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis (এটি একটি ফুসফুসের রোগের নাম)

★ English-এ এমন কিছু Word আছে যে শব্দগুলোর মাঝে পাঁচটি vowel (a, e, i, o, u) এর সবকটি আছে। যেমন, Education, Authorities, Favourite, Dialogue, Behaviour, etc.

★ English-এর এমন কিছু Word আছে যে Word গুলো শুরু ও শেষ দুই দিক থেকে একই রকম। যেমন, Madam, Level, Civic, Refer etc. (এদের বলে Palindrome)।

গালে ঘা (Apthous Ulcer) নিয়ে কিছু কথা

ডা. মহিদুল হাসান মা'রূফ
মেডিকেল অফিসার, রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল

গালে ঘা নিয়ে বহু মানুষ অশান্তিতে থাকে। না পারে ভালো করে খেতে, না পারে দুশ্চিন্তা মুক্ত থাকতে। তাই তাদের জন্য গালে ঘা এর কিছু টুকিটাকি কথা।

❖ **লক্ষণসমূহ-**

১. জ্বর জ্বর ভাব হতে পারে।

২. সাধারণত ঠোঁটের ভেতরে, জিহ্বায় বা গালের ভেতরে হয়।

৩. যেদিকে ঘা হয় সেদিকের লসিকা গ্রন্থিতে প্রদাহ হতে পারে।

৪. ঘা এর চারপাশ লালচে আর মাঝে সাদা/হালকা হলুদ দাগ থাকে।

৫. ঘা এর চারপাশে ফুলে যেতে পারে।

৬. ব্যথা করে, বিশেষ করে খাওয়ার সময়।

৭. সাধারণত কয়েকদিনের মধ্যে নিজে নিজেই সেরে যায়।

❖ যেসব কারণে গালে ঘা বৃদ্ধি পায় :

১. ভিটামিন (বি২, বি৬ , বি১২ , জিঙ্ক, আয়রন)-এর ঘাটতি।

২. মানসিক চাপ ও ঘুমের অভাব।

৩. নিয়মিত দাঁত, মুখ পরিষ্কার না রাখা।

৪. দাঁত ব্রাশ করতে গিয়ে কিংবা খাবার খাওয়ার সময় মুখে মাছের কাঁটা বা হাড়ের আঘাত।

৫. শরীরে পুষ্টির অভাব।

৬. কিছু খাবার (ঝাল, গরম, টক, চকোলেট ইত্যাদি)।

৭. কিছু বাত, রক্তের সমস্যায় হতে পারে।

❖ **প্রতিকার :**

১. ভিটামিন বি২, বি৬, বি১২, জিঙ্ক সমৃদ্ধ খাবার ও ঔষধ খাওয়া।

২. নরম ব্রাশ ব্যবহার করা এবং দাঁত, মুখ পরিষ্কার রাখা।

৩. ঝাল, মশলাদার, গরম খাবার এড়িয়ে চলা।

৪. প্রচুর পানি পান করা।

৫. ভিটামিন, মিনারেল সমৃদ্ধ পুষ্টিকর খাবার নিয়মিত খাওয়া।

৬. অধিক তেল মশলা যুক্ত ও ফাস্ট ফুড এড়িয়ে চলা।

৭. প্রচুর পরিমাণে শাক-সবজি ও ফলমূল খাওয়া।

৮. স্যালাইন ওয়াটার বা মাউথওয়াশ দিয়ে কুলি করা।

৯. প্রয়োজন হলে টপিকাল জেল বা অয়েন্টমেন্ট ব্যবহার করা যায়।

১০. বারবার হলে রক্ত পরীক্ষা করে দেখা যরূরী।

বারে বারে গালে ঘা হলে ও স্বাভাবিক চিকিৎসাতে কাজ না হলে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

সোনামণি কেন্দ্রীয় সম্মেলন ২০২৫

১০ই অক্টোবর শুক্রবার, নওদাপাড়া, রাজশাহী : অদ্য সকাল ৮-টায় রাজশাহী মহানগরীর নওদাপাড়াস্থ আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর পূর্ব পার্শ্বস্থ ময়দানে 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ রবীউল ইসলামের সভাপতিত্বে '২৩তম বার্ষিক কেন্দ্রীয় সোনামণি সম্মেলন ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান ২০২৫' অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান পৃষ্ঠপোষক এবং 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, খুলনা মেডিকেল কলেজের নিউরোসার্জারী বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডা. মুহাম্মাদ মুহসিন আলী ফরাযী, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা মনোবিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক হাসান আব্দুল্লাহ ও 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান।

প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত বলেন, আহলেহাদীছ আন্দোলন নির্ভেজাল ইসলামী আন্দোলন। এ কথা ভালভাবে জানার জন্যই এ বিষয়ের উপর আমার পি-এইচ. ডি থিসিস। তাই আমি দু'বার আহলেহাদীছ হয়েছি। একবার জন্মগত, আরেকবার থিসিস করার পর। আমাদের শিশু-কিশোরদের প্রকৃত আহলেহাদীছ হিসাবে গড়ে তোলা প্রত্যেক অভিভাবকের অবশ্য কর্তব্য। এজন্যই আমরা সোনামণি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেছিলাম। যার মাধ্যমে এখন শিশু-কিশোরদের আক্বীদা ও আমল সংশোধন হচ্ছে। এ রকম সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে তারা সঠিক ইসলামী জ্ঞান অর্জন করে প্রকৃত মানুষে পরিণত হ'তে উদ্বুদ্ধ হয়। তিনি বলেন, আমরা এগুলি করি ৩টি কারণে। (১) আল্লাহ্র জন্য দলীল কায়েম করা। যেন হঠকারী বান্দারা বলতে না পারে যে, আমরা দাওয়াত পাইনি। (২) আমর বিল মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকারের আমানত আদায়ের মাধ্যমে আল্লাহ্র নিকট ওযর পেশ করা। (৩) এমন একটি সমাজ কায়েম করা, যেখানে আল্লাহ্র কালেমা উন্নত থাকবে এবং কুফরীর কালেমা

অবনমিত থাকবে। জানা আবশ্যক যে, আমাদের উপর দ্বীনের দাওয়াত দেওয়া ফরয। দ্বীনকে বিজয়ী করা ফরয নয়।

সবশেষে তিনি সম্মেলনের বিশেষ অতিথিবৃন্দ, 'আন্দোলন', 'যুবসংঘ', 'সোনামণি' আল-'আওন' ও 'পেশাজীবী ফোরাম'-এর সকল পর্যায়ের দায়িত্বশীল, অভিভাবক ও সদস্যদের ধন্যবাদ জানান।

সম্মেলনে আরও বক্তব্য রাখেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, যুববিষয়ক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার, দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম, 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা ড. শিহাবুদ্দীন আহমাদ ও আহলেহাদীছ পেশাজীবী ফোরামের কেন্দ্রীয় যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ডা. জুবায়ের ইসলাম। অতিথিগণ স্ব স্ব ভাষণে সম্মেলনকে স্বাগত জানান এবং সোনামণি বালক-বালিকাদের রাসূল (ছাঃ)-এর আদর্শে গড়ে তোলার এই সুন্দর প্রচেষ্টার জন্য মাননীয় প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালনা পরিষদকে ধন্যবাদ জানান।

সম্মেলনে ২৭টি যেলার নির্বাচিত সোনামণি প্রতিযোগী ছাড়াও বিপুল সংখ্যক সুধী ও সোনামণি সদস্য অংশগ্রহণ করে। সোনামণি বালিকা সদস্যরা ও তাদের অভিভাবিকাগণ মারকাযের বালিকা শাখায় অবস্থান করেন ও সেখানেই তাদের কেন্দ্রীয় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় এবং সম্মেলনের পুরা অনুষ্ঠান প্রজেক্টরের মাধ্যমে বালিকা শাখায় সম্প্রচার করা হয়।

সম্মেলনে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি হাফেয আব্দুল্লাহ আল-ফাহীম (কুষ্টিয়া) এবং জাগরণী পরিবেশন করে মীর আহমাদ (যশোর)। সম্মেলনে ১জন যুবসংঘ সদস্য সহ 'সোনামণি' মারকায শাখার ১৯ জন সদস্য মিলে 'ইসলামী চেতনা' এবং 'শান্তি ও ন্যায়ের পথ, গণতন্ত্র নয় ইসলামী খেলাফত' বিষয়ে পরপর দু'টি মনোজ্ঞ ও শিক্ষণীয় 'সংলাপ' পরিবেশন করে। যা সকলের প্রশংসা কুড়ায়। সবশেষে বিভিন্ন বিষয়ে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন অতিথিবৃন্দ। সম্মেলনে সঞ্চালক ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবু রায়হান।

উল্লেখ্য যে, কেন্দ্রীয় পর্যায়ে প্রতিযোগিতায় ৩৪৪ জন বালক ও ২৩২ জন বালিকাসহ ৫৭৬ জন সোনামণি অংশগ্রহণ করে। তন্মধ্যে ৫১ জন বিজয়ীকে পুরস্কার প্রদান করা হয়। ১ম স্থান অধিকারীকে নগদ ৩০০০ টাকা, ২য় অধিকারীকে ২৫০০ টাকা ও ৩য় অধিকারীকে ২০০০ টাকার পাশাপাশি ক্রেস্ট, স্কেল, পেনবক্স, বার্ষিক সোনামণি ক্যালেণ্ডার, চাবির রিং ও সনদপত্র প্রদান করা হয়।

এছাড়াও প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী প্রত্যেককে উৎসাহ পুরস্কার দেওয়া হয়। নিম্নে প্রতিযোগিতার বিষয় ও বিজয়ীদের নাম উল্লেখ করা হ'ল।-

গ্রুপ-ক : ১. অর্থসহ হিফযুল কুরআন (সূরা যোহা, তীন, ক্বারে'আহ, কাফেরূন ও ইখলাছ)।

বালক : ১ম : মুদ্দাছছিরুল ইসলাম (নওদাপাড়া মারকায, রাজশাহী), ২য় : মুহাম্মাদ নাহনুর রহমান (মানিকহার হিফযুল কুরআন মাদ্রাসা, সাতক্ষীরা), ৩য় : মুহাম্মাদ শো'আইব মিয়াঁ (ইমাম বুখারী (রহ.) সালাফিইয়াহ মাদ্রাসা, নবীপুর, মুরাদনগর, কুমিল্লা)।

বালিকা : ১ম : নাফীসা তাবাসসুম (নওদাপাড়া মারকায, মহিলা শাখা, রাজশাহী), ২য় : মুসাম্মাৎ সুমনা আখতার (বাগবাড়ী দারুস সুন্নাহ মহিলা মাদ্রাসা, গাবতলী, বগুড়া), ৩য় : নাদিয়া ইসলাম (নওদাপাড়া মারকায, মহিলা শাখা, রাজশাহী)।

গ্রুপ-খ ২. অর্থসহ হিফযুল কুরআন (বনূ ইস্রাঈল ২৩-২৫, হজ্জ ২৩-২৪, লোকমান ১২-১৯, আহযাব ২১, হা-মীম সাজদাহ ৩৩-৩৬ আয়াত)।

বালক : ১ম : আব্দুল্লাহ আল-ফাহীম (নওদাপাড়া মারকায, রাজশাহী), ২য় : আব্দুল্লাহ নো'মান (নওদাপাড়া মারকায, রাজশাহী), ৩য় : রিযওয়ান সরকার (ইমাম বুখারী (রহ.) সালাফিইয়াহ মাদ্রাসা, নবীপুর, মুরাদনগর, কুমিল্লা)।

বালিকা : ১ম : সা'দিয়া সুলতানা শিফা (নওদাপাড়া মারকায, মহিলা শাখা, রাজশাহী), ২য় : যুবাইদা ফারীহা (নওদাপাড়া মারকায, মহিলা শাখা, রাজশাহী), ৩য় : মুসাম্মাৎ রিফা আখতার (বাগবাড়ী দারুস সুন্নাহ মহিলা মাদ্রাসা, গাবতলী, বগুড়া)।

গ্রুপ-ক : ৩. অর্থসহ হিফযুল হাদীছ (কেন্দ্র প্রদত্ত ১৫টি হাদীছ)।

বালক : ১ম : আব্দুল আহাদ (নওদাপাড়া মারকায, রাজশাহী), ২য় : ইব্রাহীম (ইমাম বুখারী (রহ.) সালাফিইয়াহ মাদ্রাসা, নবীপুর, মুরাদনগর, কুমিল্লা), ৩য় : মুহাম্মাদ যাকারিয়া (ইমাম বুখারী (রহ.) সালাফিইয়াহ মাদ্রাসা, নবীপুর, মুরাদনগর, কুমিল্লা)।

বালিকা : ১ম : সিদরাতুল মুনতাহা (নওদাপাড়া মারকায, মহিলা শাখা, রাজশাহী), ২য় : মুবাশশিরা (বাগবাড়ী দারুস সুন্নাহ মহিলা মাদ্রাসা, গাবতলী, বগুড়া), ৩য় : মাহমূদা খাতুন (নওদাপাড়া মারকায, মহিলা শাখা, রাজশাহী)।

গ্রুপ-খ ৪. অর্থসহ হিফযুল হাদীছ (কেন্দ্র প্রদত্ত ২০টি হাদীছ)।

বালক : ১ম : মু'আয (নওদাপাড়া মারকায, রাজশাহী), ২য় : মুহাম্মাদ তাহমীদুল ইসলাম শাকীল (এরাবিয়ান মডেল মালতিনগর মাদ্রাসা, বগুড়া), ৩য় : মুহাম্মাদ ইমরান (কোলারবাড়ী এএসএম দারুলহাদীছ সালাফিইয়াহ মাদ্রাসা)।

বালিকা : ১ম : আনিকা তাসনীম ((নওদাপাড়া মারকায, মহিলা শাখা, রাজশাহী), ২য় : নুসাইবা (বাগবাড়ী দারুস সুন্নাহ মহিলা মাদ্রাসা, গাবতলী, বগুড়া), ৩য় : ফাতেমা (নওদাপাড়া মারকায, মহিলা শাখা, রাজশাহী)।

গ্রুপ-ক : ৫. সোনামণি জাগরণী : বালক : ১ম : মীর আহমাদ (নওদাপাড়া মারকায, রাজশাহী), ২য় : শিবলী নো'মান (নওদাপাড়া মারকায, রাজশাহী), ৩য় : মুবাশশির তাসিন (আল-মারকাযুল ইসলামী কমপ্লেক্স, শাসনগাছা, কুমিল্লা)।

গ্রুপ-খ : ৬. সোনামণি জাগরণী : বালক : ১ম : মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ (দারুস সুন্নাহ সালাফিইয়াহ মাদ্রাসা, চারঘাট, রাজশাহী), ২য় : আহমাদ আব্দুল্লাহ ফাহীম (দারুলহাদীছ আহমাদিয়াহ সালাফিইয়াহ, বাঁকাল, সাতক্ষীরা), ৩য় : মুহাম্মাদ রায়ু আহমাদ (দারুস সালাম সালাফী মাদ্রাসা, বিরামপুর, দিনাজপুর)।

গ্রুপ-ক : ৭. সাধারণ জ্ঞান : বালক : ১ম : সাখাওয়াত (নওদাপাড়া মারকায, রাজশাহী), ২য় : মুহাম্মাদ তাহমীদ (আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, আরামনগর, জয়পুরহাট) ৩য় : আব্দুল্লাহ (আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, মোহনপুর, রাজশাহী)।

বালিকা : ১ম : হাবীবা (বাগবাড়ী দারুস সুন্নাহ মহিলা মাদ্রাসা, গাবতলী, বগুড়া), ২য় : সুরাইয়া (বাগবাড়ী দারুস সুন্নাহ মহিলা মাদ্রাসা, গাবতলী, বগুড়া), ৩য় : হাফছাহ (নওদাপাড়া মারকায, মহিলা শাখা, রাজশাহী)।

গ্রুপ-খ : ৮. সাধারণ জ্ঞান : বালক : ১ম : হুযায়ফা (একলারামপুর মাদ্রাসা মুহাম্মাদিয়াহ আরাবিইয়াহ, তিতাস, কুমিল্লা), ২য় : ফরহাদুল ইসলাম (বৃ-কুষ্টিয়া দারুলহাদীছ সালাফিইয়াহ তাহফীযুল কুরআন মাদ্রাসা, বগুড়া), ৩য় : আব্দুল্লাহ আল-মাহিম (মৌলভীপাড়া দারুস সালাম ক্বওমী মাদ্রাসা, পঞ্চগড়)।

বালিকা : ১ম : মুবাশশিরা তাসনীম (নওদাপাড়া মারকায, মহিলা শাখা, রাজশাহী), ২য় : সুমাইয়া (বাগবাড়ী দারুস সুন্নাহ মহিলা মাদ্রাসা, গাবতলী, বগুড়া), ৩য় : রুবাইয়া (বাগবাড়ী দারুস সুন্নাহ মহিলা মাদ্রাসা, গাবতলী, বগুড়া)।

গ্রুপ-গ : ৯. দ্বীনিয়াত : বালক : ১ম : আব্দুল্লাহ (তাজদীদ ক্যাডেট একাডেমী, গাযীপুর), ২য় : ছাফওয়ান যারীফ (আনন্দধারা বিদ্যাপীঠ, কুমিল্লা), ৩য় : আব্দুল্লাহ ছাবিত (নিশ্চিন্তপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, সোনাতলা, বগুড়া)।

বালিকা : ১ম : ফাতেমা (খিরাইকান্দি মডেল একাডেমী, কুমিল্লা), ২য় : তাছফিয়া (মহব্বতপুর, সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, মোহনপুর, রাজশাহী), ৩য় : সানজীদা (ইটাহারী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, গোদাগাড়ী, রাজশাহী)।

গ্রুপ-ঘ : ১০. দ্বীনিয়াত : বালক : ১ম : মুহাম্মাদ ইমাম হাসান (টর্চ বিয়ার ইসলামিক স্কুল, চিরিরবন্দর, দিনাজপুর), ২য় : ফাহীম হাসান (কলারোয়া বেত্রবতী আদর্শ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, সাতক্ষীরা), ৩য় : আব্দুল্লাহ আল-মূসা (পাকুল্লা বহুখী উচ্চ বিদ্যালয়, সোনাতলা, বগুড়া)।

'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা ও পরিচালনা পরিষদ পুনর্গঠন : আগের দিন ৯ই অক্টোবর বৃহস্পতিবার বাদ মাগরিব দারুল ইমারতে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মজলিসে আমেলা বৈঠকে মুহতারাম আমীরে জামা'আত আমেলা সদস্যগণের সাথে পরামর্শক্রমে ২০২৫-২০২৭ সেশনের জন্য 'সোনামণি'র নিম্নোক্ত পরিচালনা পরিষদ মনোনয়ন দেন। সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণ শেষে তা ঘোষণা করা হয়।

২০২৫-২৭ সেশনের সোনামণি কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা পরিষদ

ক্র.	দায়িত্ব	নাম	যেলা
১	প্রধান উপদেষ্টা	মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান	খুলনা
২	উপদেষ্টা	ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব	রাজশাহী
৩	উপদেষ্টা	ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম	রাজশাহী
৪	উপদেষ্টা	আব্দুর রশীদ আখতার	কুষ্টিয়া
৫	উপদেষ্টা	ড. শিহাবুদ্দীন আহমাদ	বগুড়া

২০২৫-২৭ সেশনের সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালনা পরিষদ

ক্র.	দায়িত্ব	নাম	যেলা
১	পরিচালক	মুহাম্মাদ রবীউল ইসলাম	নওগাঁ
২	সহ-পরিচালক (সংগঠন)	নাজমুন নাঈম	সাতক্ষীরা
৩	সহ-পরিচালক (অর্থ)	মাহফূয আলী	চাঁপাই নবাবগঞ্জ
৪	সহ-পরিচালক (প্রচার)	আবু রায়হান	চাঁপাই নবাবগঞ্জ
৫	সহ-পরিচালক (প্রশিক্ষণ)	হাফেয মুঈনুল ইসলাম	রাজশাহী
৬	সহ-পরিচালক (শিক্ষা ও সংস্কৃতি)	মুহাম্মাদ আজমাল	রাজশাহী
৭	সহ-পরিচালক (তথ্য ও প্রকাশনা)	আবু তাহের মেছবাহ	নওগাঁ
৮	সহ-পরিচালক (স্বাস্থ্য ও সমাজ কল্যাণ)	আব্দুন নূর	রংপুর
৯	সহ-পরিচালক (দফতর)	মুহাম্মাদ ইহসান	খুলনা

আত্মীয়-স্বজনের সাথে ব্যবহারের আদব

১. আত্মীয়-স্বজনদের খোঁজ-খবর নেওয়া। অসুস্থ হলে দেখতে যাওয়া।

২. আত্মীয়-স্বজনদের সাথে দেখা হলে সালাম ও মুছাফাহা করে কুশল বিনিময় করা। মহিলা আত্মীয়দের সাথে সাক্ষাৎকালে মুছাফাহা না করা।

৩. আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন না করা।

৪. তাদেরকে সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করা।

৫. আত্মীয়-স্বজনের বিপদে সাধ্য মতো সাহায্য করা।

৬. নিকট আত্মীয়দের হাদিয়া প্রদান করা।

৭. আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারীর সাথে সদাচারণ করা।

৮. বিশেষ করে খালার সাথে সদাচরণ করা ও সম্পর্ক বজায় রাখা। কেননা খালা প্রায় মায়ের মতো।

৯. আত্মীয়-স্বজনের জন্য দো'আ করা।

ক্যুইজ

১. ইবনু আব্বাস (রা.) সম্পর্কে ইবনু মাস'ঊদ (রা.) কী বলেছেন?

উ:.....

২. শয়তান কীসের তৈরী?

উ:.....

৩. শুরু ও শেষ উভয় দিক থেকে একই শব্দকে ইংরেজীতে কী বলে?

উ:.....

৪. 'নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু শোনেন ও দেখেন' কোন সূরার কত নং আয়াত?

উ:.....

৫. آفَةُ الْعِلْمِ النِّسْيَانُ অর্থ কী?

উ:.....

এ অংশটি কেটে পাঠাতে হবে।

❑ **কুইজপত্র জমা দেয়ার শেষ তারিখ : আগামী ২০শে জানুয়ারী ২০২৬।**

গত সংখ্যার কুইজের সঠিক উত্তর

(১) দরূদ (২) উট, ক্ষুধার্ত রাখা এবং কষ্ট দেওয়ার জন্য (৩) সেই ভালোটা নিজের জন্য হয় (৪) ১০ লক্ষ (৫) তার অপর ভাইয়ের জন্য তাই পছন্দ করে যা তার নিজের জন্য পছন্দ করে।

গত সংখ্যার কুইজ বিজয়ীদের নাম

১ম স্থান : ছাকিব, ৬ষ্ঠ (গ) শ্রেণী, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

২য় স্থান : হাসীনুর রহমান, মক্তব, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

৩য় স্থান : ইশরাত যামান, ৫ম শ্রেণী, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর পাঠানোর ঠিকানা

সম্পাদক
সোনামণি প্রতিভা
নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী।
মোবাইল নং : ০১৭১৫-৭১৫১৪৩

নাম :.....
প্রতিষ্ঠান :.....
.....**শ্রেণী :**.....
ঠিকানা :.....
.....
মোবাইল :.....

সোনামণির ১০টি গুণাবলী

❍ জামা'আতের সাথে আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা।

❍ দৈনিক বাদ ফজর কমপক্ষে ১৫ মিনিট কুরআন তেলাওয়াত, নিয়মিত পাঠ্যপুস্তক অধ্যয়ন ও দ্বীনিয়াত শিক্ষা করা।

❍ পিতা-মাতা, শিক্ষক-মুরব্বী, পরিচিত-অপরিচিত সকল মুসলমানকে সালাম দেওয়া ও মুছাফাহা করা এবং মুসলিম-অমুসলিম সকলের সাথে হাসিমুখে কুশল বিনিময় করা।

❍ ছোটদের স্নেহ ও বড়দের সম্মান করা এবং আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশীর সাথে সুন্দর ব্যবহার করা।

❍ সদা সত্য কথা বলা, সর্বদা ওয়াদা পালন করা ও আমানত রক্ষা করা।

❍ যে কোন শুভ কাজ 'বিসমিল্লা-হ' বলে শুরু করা ও 'আলহামদুলিল্লা-হ' বলে শেষ করা।

❍ মিসওয়াক সহ ওযূ করে ঘুমানো ও ঘুম থেকে উঠে ভালভাবে মিসওয়াক সহ ওযূ করা এবং প্রত্যহ সকালে উন্মুক্ত বায়ু সেবন ও হালকা ব্যায়ামের মাধ্যমে স্বাস্থ্যবান হওয়া।

❍ সেবা, ভালোবাসা ও আনুগত্যের মাধ্যমে নিজেকে আদর্শবান হিসাবে গড়ে তোলা।

❍ বৃথা তর্ক, ঝগড়া-মারামারি এবং রেডিও-টিভির বাজে অনুষ্ঠান ও অসৎ সঙ্গ এড়িয়ে চলা।

❍ পরস্পরকে হক ও ধৈর্যের উপদেশ দেওয়া এবং সৎকাজে উদ্বুদ্ধ করা।